CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 September, 2020 ■ আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শারদোৎসব আসন্ন। প্রতিমা তৈরীর ব্যস্ততা মূর্তি পাড়ায়। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

নৌপথে নতুন দিগন্ত খুলে গেল রাজ্যে, পণ্য নিয়ে বাংলাদেশ থেকে রওয়ানা দিল জলযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। জলপথে যোগাযোগের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপ নেয় রাজ্য সরকার। অর্থ নৈতিক ব্যয় সঙ্কোচনের পাশাপাশি পণ্য সামগ্রী আনার বিষয়টি আরো সহজতর করতে ইতিমধ্যেই চট্টোগ্রাম বন্দর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এবার জলপথে বাংলাদেশের মুনামীগঞ্জ থেকে গোমতী নদী হয়ে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর জেটিতে পৌঁছুবে পণ্যবাহী বার্জ। বৃহস্পতিবার ৫০ টন সিমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশের মুনামীগঞ্জ থেকে জলপথে রওয়ানা হবে পণ্যবাহী বার্জটি। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর জেটিতে এই পণ্যবাহী জলযানকে স্বাগত জানানো হবে। ইতিমধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে। এই

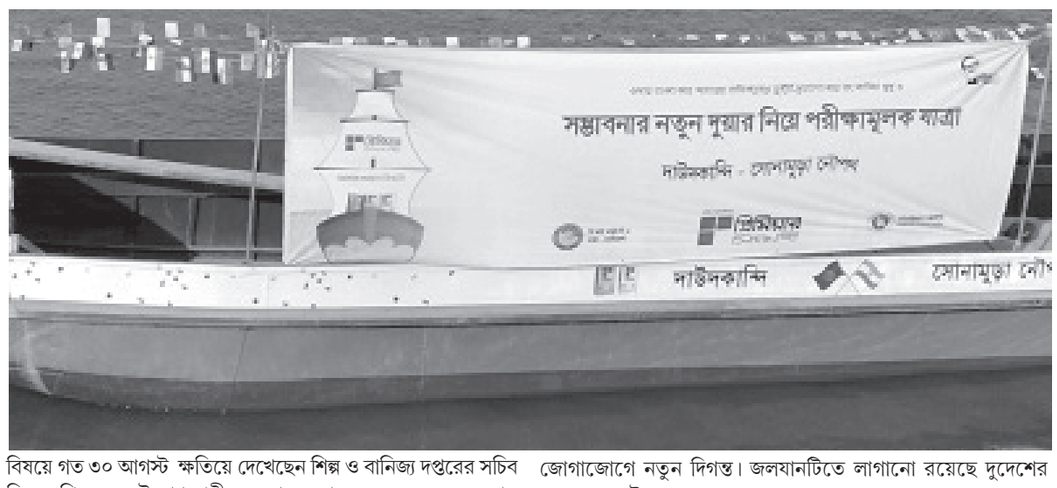

বিষয়ে গত ৩০ আগস্ট ক্ষতিয়ে দেখেছেন শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে। এই পণ্যবাহী জলজান চলাচল শুরু হলে দুদেশের আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে দারুন সহায়ক হবে। একই সঙ্গে বানিজ্য আরও উন্নয়ন ঘটবে। জলপথে পণ্যবাহী জলজান চলাচল শুরু হলে স্থানীয় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের জন্য খুলে যাবে জোগাজোগে নতুন দিগন্ত। জলযানটিতে লাগানো রয়েছে দুদেশের পতাকা। একই সঙ্গে রয়েছে ব্যানার। যাতে লেখা রয়েছে ওপার বাংলা আর এপারের বাসিন্দাদের সুদীর্ঘ প্রত্যাশা আর বহু পালিত স্বপ্নও-সম্ভাবনার নতুন দুয়ার নিয়ে পরীক্ষা মূলক যাত্রা। দাউদকান্দি থেকে সোনামুড়া নৌপথ এবার খুলে গেল রাজ্যের জন্য।

চিকিৎসকের গাফিলতিতে আরও এক শিশুর মত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। চিকিৎসকের গাফিলতির ফলে ফের এক শিশু মৃত্যুর অভিযোগ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোনামুড়া মহকুমার বাসিন্দা জামাল হসেনের শিশু পুত্র জুবের আলি বুধবার গভীর রাতে বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পরে। বুধবার ভোরে পরিবারের লোকজন তাঁকে নিয়ে ছুটে যায় সোনামুড়া হাসপাতালে। সেখানে যাওয়ার পর হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান সোনামুড়া হাসপাতালে করোনা আক্রন্ত রোগী পাওয়া গেছে। তাই সেখানে আপাতত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান বন্ধ। তখন পরিবারের লোকজন ঐ শিশুকে নিয়ে ছুটে যায় মেলাঘর হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানান হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। তাই ঐ শিশুকে আইজিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগরতলা, কৈলাসহর ও কদমতলায় তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরে নিহারেন্দু ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে নিঃসঙ্গতার কারণে মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন কৃষ্ণনগরের নিহারেন্দু ভট্টাচার্য নামে ওই ব্যক্তি।মৃতের ছেলে জানান গতকাল রাতে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে একইসঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল বাবা। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলে লক্ষ করেন তার বাবার মৃতদেহ বারান্দায় ঝুলছে। তাতে পুত্রের মাথায় বাজ পরার উপক্রম। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি স্থানীয় জনগণ এবং আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে জানান মৃতের পুত্র। ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশ ছুটে আসে।সেখান থেকে নিহারেন্দু ভট্টাচার্য নামে ওই বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ।তার কাছ থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার এরপর পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।তবে কেন এই আত্মহত্যার ঘটনা সে সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত পুলিশ মুখ খোলেনি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে এক বছর আগে তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই ওই বৃদ্ধ মানসিকভাবে অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।মানসিক অবসাদ থেকেই তার এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় জনগণ। তবে এখন দেখার বিষয় সুইসাইড নোটে তিনি কি লিখে গেছেন। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগর এক কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী কৃষকের মৃতদেহটি তার বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে গত দু'দিন ধরে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী এবং কন্যা সন্তান রয়েছে। লকডাউন পরিস্থিতিতে পরিবারটি অভাব-অনটন পরে।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে অভাব-অনটনের কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ওই কৃষক। কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যাজনিত মামলা গ্রহণ করলেও স্থানীয় জনগণের অভিযোগ অভাব-অনটনের কারণে কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর শহরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ এর ডেপুটেশনে পুলিশের বাধা, ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের অফিস লেনে শিক্ষা ভবনের ডেপুটেশন দিতে এসে বাধাপ্রাপ্ত ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।বৃহস্পতিবার চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা তাদেরকে নিযুক্তির দাবিতে শিক্ষাভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করতে আসেন। সেখানে বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ তাদেরকে ডেপুটেশন প্রদানে বাধা দেয়। কোন অবস্থাতেই তাদেরকে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিতে দেওয়া হয়নি। তাতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।আন্দোলনরত চাকরিচ্যুত শিক্ষক এবং পুলিশের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়।

পুলিশের এহেন ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।

তারা অভিযোগ করেন গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাদের পরিবারে অনাহার-অর্ধাহারে চলেছে।অনেকেই টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছেন না। বিনা চিকিৎসায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। এখনো পর্যন্ত চাকরিচ্যুত সাহায্য নিরবেশে শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন। এক অ-সহনীয় জীবন যন্ত্রণা নিয়ে তারা দিনাতিপাত করছেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগ করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারকে বলেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এ বিষয়ে ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করেনি।

অতে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে হতাশা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।সেজন্যই গণতান্ত্রিক উপায়ে তারা চাকরির দাবিতে শিক্ষা ভবনে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করতে যান।শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ন্যায্য দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের ধারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনায় তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।পুলিশের এ ধরনের কার্যকলাপ অব্যাহত থাকলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জাগরণ সম্পাদক ও তাঁর পরিবার করোনা সংক্রমিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাস ও তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্য করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। তবে সম্পাদকের সাত বছরের নাতির কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বর্তমান আক্রান্তরা প্রত্যেকেই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। তবে জাগরণ সম্পাদক নিয়মিত ডায়ালাইসিস নেন, তাই তাঁকে আগামীকাল জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। এদিকে জাগরণ সম্পাদক ও তাঁর পরিবারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন বিভিন্ন সংবাদ সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্ত্রীকে ঘরে তোলার আশায় আগরতলা থেকে বিলোনিয়া ছবি হাতে রাস্তায় ঘুরছে স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। অবৈধ সম্পর্কের জেরে অন্য নাগরের হাত ধরে পালালো স্ত্রী। তারপরেও স্ত্রীকে ঘরে তোলার আশায় আগরতলা থেকে বিলোনিয়ার প্রতিটি মোটর স্ট্যান্ডে স্ত্রীর ছবি নিয়ে খুঁজছে এক অসহায় স্বামী। শ্বশুর বাড়িতে এসে নিজের স্ত্রীকে ঘরে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গার গাড়ী স্ট্যান্ডে স্ত্রীর ছবি নিয়ে খুঁজছে এক অসহায় স্বামী। মোটর স্ট্যান্ডের বিভিন্ন জায়গার গাড়ির চালক থেকে শুরু করে পথচারীদের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কোথাও দেখছে কিনা। ঘরে আছে ছয় বছরের পুত্র সন্তান। মাকে সন্তানের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছে না এই অসহায় পিতা।

এক সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে মেলাঘরের ভোলা মোড়া এলাকার বাসিন্দা সজল দাস ২০০৮ সালে সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের রাঙ্গামূড়া এলাকার বাসিন্দা যমুনা দেবনাথের সাথে। বিয়ের কয়েক মাস খুব ভালো ভাবে কাটছিল তাদের। এরমধ্যে পুত্র সন্তান জন্ম নেয় তাদের ঘরে। সজল দাস একজন কৃষক। সংসারের অভাব অনটন লেগে থাকার ফলে পুত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ এর কথা চিন্তা করে চেন্নাইয়ের একটি কোম্পানিতে কাজে যোগ দেয় দুই বছর আগে। চেন্নাইতে যাওয়ার সময় স্ত্রী ও সন্তানকে রাঙ্গামুড়া বাপের বাড়ীতে রেখে যায়। এর মধ্যে করোনা সংক্রমনের ফলে কাজ হারিয়ে গত ২৫ শে জুলাই রাজ্যে ফিরে এসে চৌদ্দ দিনের জন্য কোয়ারেন্টে থাকে আগরতলা কোভিড কেয়ার সেন্টারে।

চৌদ্দদিন থাকার পর শ্বশুর বাড়িতে এসে দেখতে পায় তার স্ত্রী নেই। শ্বশুর বাড়িতে আছে তার ছয় বছরের পুত্র সন্তান সন্দীপ দাস। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেয়ে রাঙ্গামুড়া পুলিশ ফাঁড়ি ও বিলোনিয়া মহিলা থানায় দারস্থ হয় সজল দাস। সজল দাস এখন আগরতলা থেকে বিলোনিয়ার প্রতিটি স্ট্যান্ডে স্ত্রীর ছবি নিয়ে খুঁজছে। প্রায় পঁচিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে অবশেষে দ্বারস্থ হয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের। সজল দাসের বক্তব্য , স্ত্রী যে তাকে এভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যাজুয়েল কর্মীদের বিক্ষোভ জিবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনকালেহিসেবে হাসপাতালে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে তাদের মনের কথা বলতে না পারায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গেলে জিবি হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকেরই চাকরির মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদেরকে স্থায়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি।

ফলে অবসরে যাওয়ার পর তারা সরকারি কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাবেন না বলে আশঙ্কা। এই সংকটময় মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জিবি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গেলে অসহায় স্বাস্থ্যকর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি তুলে ধরার চেষ্টা করেন।তখন ঐ জিবি হাসপাতালে সুপার রঞ্জিতদা সহ অন্যান্য কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদেরকে দেখা করতে আপত্তি জানায়।আর মাত্র দু''মাস পর অবসরে যাবেন এমন এক স্বাস্থ্য কর্মীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহস্পতিবার মোহনপুর মহকুমার সিমনা বিধানসভার মতাই গ্রামের সফল কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথের তরমুজ বাগানে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি নিজস্ব।

আত্মনির্ভর হতে গেলে কৃষকদের প্রয়োজন রয়েছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। আত্মনির্ভর হতে গেলে কৃষকদের প্রয়োজন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছেন। এই রূপরেখা তৈরি করে তাঁকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী। এর পেছনে কারন একটাই। কারন কৃষকরাই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেননা ভারত কৃষি প্রধান দেশ। বৃহস্পতিবার মোহনপুর মহকুমার সিমনা বিধানসভার মতাই গ্রামের কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথের তরমুজ বাগান পরিদর্শন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অফ সিজনে তরমুজ চাষ করে সাফল্য অর্জনের পথে মতাই গ্রামের কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথের বাগান ঘুরে দেখেন। কথা বলেন কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথের সঙ্গে। ইন্টারনেটের জুগে তথ্য প্রযুক্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেই তরমুজ চাষের দিকে পা বাড়িয়েছেন কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথ। আধুনিক পদ্ধতিতে অফ সিজনে মাচা করে তরমুজ চাষ করা এবং তার ফলন দ্বিগুণের অধিক করা এটা অন্যন্ত সাধুবাদ যোগ্য। এটা কোন দপ্তরের সহায়তা ছারাই তিনি করে দেখিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থায় ডিজিটাইলেজেশন করার যে প্রচেষ্টা তার বড় নিদর্শন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পুথিগত শিক্ষা ছাড়া, বর্গাদার হয়ে কৃষি করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার নিদর্শন রেখেছেন এই কৃষক। এদের কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের ৫০ হাজার বর্গাদারকে নাবার্ডের থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋন প্রদান করার। এতে করে বর্গাদার যারা আসল কৃষক তাদের সহায়তা মিলবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।অন্যদিকে কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথ জানান এই চাষ করে তিনি লাভবান হয়েছেন।

অফ সিজনে এই এলাকায় কোন তরমুজ চাষ হয়না। এর জন্য বাইরে থেকে তরমুজ আনতে হয়। বাজারে কিনতে গেলে খুচরা মূল্য পরে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। এক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকরা এই চাষ করে ৪০ টাকা দরে বিক্রি করলেও লাভবান হবেন বলে জানান তিনি। কৃষির মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এই চাষ করে এখন সফল কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথ। অন্যদের অনুপ্রাণিত করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বাগান পরিদর্শনের পাশাপাশি কথা বলেন স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গেও। মোহনপুর মহকুমার সিমনা বিধানসভার মতাইগ্রামের কৃষক ভবেন্দ্র দেবনাথের তরমুজ বাগান দেখে মুগ্ধ হন তিনি। আগামী দিনে বড় আকারে তরমুজ বাগান করতে চাইলে সরকার সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভার অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিধানসভার অধিবেশন। এই সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকে চিঠি ও দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালকে। তবে কোথায় হবে এবারকার বিধানসভা অধিবেশন, তা কিন্তু জানানো হয় নি।

মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে নেওয়া এই সিদ্ধান্তের কথা বৃহস্পতিবার খোদ জানালেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এই অধিবেশন আরো আগেই হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনার আবহে সব কিছু উলট পালট হয়ে যাওয়াতেই এটা পিছিয়ে গেল। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিধানসভা অধিবেশন করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩২১ ▫ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৮ ভাদ্র ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সোশ্যাল মিডিয়া আতঙ্কের অন্য নাম !

সোশ্যাল মিডিয়া গোটা বিশ্বকে যেভাবে আগ্রাসন করিতেছে তাহা হিতে বিপরীত হইবার আশঙ্কা ও যথেষ্ট । আশঙ্কার ফেসবুকের বয়স মাত্র সাড়ে ষোলো বছর। কিন্তু বিশ্বে তাহার বিপুল বিস্তার। ভারতে ওই সংস্থার তিনটি ডিজিটাল সমাজমাধ্যম মঞ্চ খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপ। ৪০ কোটি ভারতীয় হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করিয়াছেন, ফেসবুক ব্যবহার করিয়াছেন প্রায় ৩৫ কোটি।

এই বিশাল প্রসার উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যখন দেখা যায় যে, এই ডিজিটাল মঞ্চের মাধ্যমে ছড়ানো হইতেছে বিদ্বেষপূর্ণ বার্তা। বিশেষত গত কয়েক বছরে ভারতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লাগাতার যে সব উস্কানিমূলক বার্তা প্রচার হইতেছে, তাহার পিছনে ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপের ভূমিকা কতখানি, সে প্রশ্ন বার বার উঠিয়াছে। সম্প্রতি অভিযোগ উঠিয়াছে, দিল্লির দাঙ্গার আগে ফেসবুক ইচ্ছে করিয়া সাম্প্রদায়িক হিংসামূলক বার্তায় রাশ টানেনি। মার্কিন দৈনিক 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, ফেসবুক পোস্টের উপর নজরদারির ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা খুন-অগ্নিকাণ্ডের হুমকি দেওয়া একটি পোস্ট সরাইতে চাইয়াছিল। ওই পোস্ট করিয়াছিলেন এক রাজনৈতিক নেতা। তা সরাইতে বাধা দেন ফেসবুকের ভারতীয় কর্মকর্তা। বলিয়াছিলেন, তাতে ফেসবুকের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

ফেসবুকে বিদ্বেষ-বার্তার প্রচার, এবং তাহার ফলে প্রাণহানি, সম্পত্তিনাশের অভিযোগ এই প্রথম নয়। এ কথাগুলো ফেসবুকের বিরুদ্ধে বলা হইতেছে বেশ কয়েক বছর ধরিয়া। তাহার একটা দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে মায়ানমারে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ-বার্তা ক্রমাগত ছড়ায়া দিয়াছে মায়ানমার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত বেশ কিছু পেজ এবং অ্যাকাউন্ট। এই অবাধ বিষোদ্গারের শেষ অধ্যায়ও বিশ্ব দেখিয়াছে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষের হত্যা, উদ্বাস্তুর ঢল। ফেসবুক যে হিংসাত্মক পেজগুলো বন্ধ করেনি, তাহা ২০১৮ সালের এক রিপোর্টে বলিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি স্বতন্ত্র তথ্য অনুসন্ধানকারী মিশন।

আজ যখন ফেসবুকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, আক্রমণাত্মক, বিদ্বেষমূলক বার্তা বন্ধ করার দাবি করা হয়, ফেসবুক সব সময়ে বাকস্বাধীনতার এবং ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারের যুক্তি খাড়া করে। কিন্তু গবেষণা এটাই দেখাইতেছে যে, ফেসবুক একটি নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র মঞ্চ নয়। ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ মঞ্চ দু'টিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করিতেছে, রাজনীতির ফলাফলকে প্রভাবিত করিবার জন্য। সেই প্রক্রিয়ায় কত প্রাণ হারাতেছে, কত সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে, কত ক্ষতি হইতেছে ভারতের, তাহার হিসেব করার সময় আসিয়াছে। অতএব এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক হইতে হইবে।

সেপ্টেম্বরে তিন দিন রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা তুঙ্গে। এবার রাজ্যজুড়ে তিনদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে রাজ্যের শাসক দল। সেপ্টেম্বর মাসের রাজ্যজুড়ে হবে তৃণমূলের বিক্ষোভ, এবার এমনটাই ঘোষণা করলেন তৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

জানা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বর মাসের ৮, ১৪ ও ২০ তারিখ রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল। সূত্রের খবর, মূলত জিএসটি-সহ বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের পাওনা না মেলার অভিযোগ তুলেই রাজ্যজুড়ে তিন দিন চলবে প্রতিবাদ কর্মসূচি। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মহাসচিব পার্থ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন," জেলায় জেলায় কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হবে তৃণমূল কংগ্রেস"।

সাপ্তাহিক লক ডাউনের জেরে ৭ তারিখের বদলে ২১ সেপ্টেম্বর ট্যাক্সি ধর্মঘট

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সাপ্তাহিক লক ডাউনের জেরে পিছিয়ে গেল টাক্সি ধর্মঘট। ৭ সেপ্টেম্বরের বদলে ২১ সেপ্টেম্বর চব্বিশ ঘন্টা ট্যাক্সি ধর্মঘট হবে বলে জানালো এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি সংগঠন।পাশাপাশি ওইদিন পরিবহণ ভবনে ধরনা কর্মসূচিও নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ রুখতে ফের সাপ্তাহিক লক ডাউনের পথে হাঁটছে প্রশাসন। সেই মত সেপ্টেম্বরের প্রথম ল ডাউন হবে ৭ সেপ্টেম্বর। এদিকে সেদিন ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে ২৪ ঘণ্টা টাক্সি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এআইটিইউসি অনুমোদিত ট্যাক্সি সংগঠন। কিন্তু ওইদিন লক ডাউন ঘোষণা হওয়ার জন্য পিছিয়ে দেওয়া হল ধর্মঘটের দিন। ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়ছে এই অভিযোগে তাঁরা দাবি জানান, প্রথম দুই কিলোমিটারের ভাড়া ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ টাকা এবং পরে প্রতি কিলোমিটার ১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ টাকা বৃদ্ধি করতে হবে।

সংগঠনের আহবায়ক নওয়াল কিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, 'আমরা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী, পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আমরা ৭ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট ডেকেছিলাম। কিন্তু ওইদিন লকডাউন থাকায় তারিখ বদল করা হল। ২১ তারিখ হবে ধর্মঘট।'

লালবাজার সেলের করোনা যোদ্ধাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। কিন্তু আতঙ্কের মাঝ পথে নেমে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। কিন্তু তবুও তাদের নিজেদের কাজের রত পুলিশরা। এরই মাঝে বুধবার করোনা মোকাবিলায় সাহায্যকারী লালবাজার সেলের করোনা যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। শহরবাসীকে সচেতন করতে মাস্ক বিলি থেকে লিফলেট বিলি করে থাকছে কলকাতা পুলিশ। জনগণকে সচেতন করতে পথে নেমে ক্রমাগত মাইকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। এর পাশাপাশি গত ৫ মাস ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন করোনা যোদ্ধারা।এদিন তাদের শ্রদ্ধা জানালেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার।

করোনা-আক্রান্ত গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, রয়েছেন হোম আইসোলেশনে

পানাজি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এবার মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। করোনা-আক্রান্ত প্রমোদ সাওয়ান্ত আপাতত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। বুধবার তিনি নিজেই টুইট করে নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার খবর জানিয়েছেন। টুইট করে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, "সকলকে জানাতে চাই, আমি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত। হোম আইসোলেশনে রয়েছি। বাড়ি থেকেই এখন কাজ চালিয়ে যাব।" অন্যদেরও কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানোর আবেদন জানিয়ে প্রমোদ টুইটারে লিখেছেন, আমার সংস্পর্শে যাঁরা সম্প্রতি এসেছেন, তাঁরাও কোভিড-১৯ পরীক্ষা করিয়ে নিন।

মানুষ একটু সজাগ ও সচেতন হলে দীর্ঘ লকডাউনের দরকারই পড়ত না

বরুণ দাস

একটানা চার পর্বের দীর্ঘ লকডাউন, দুই পর্বের আনলক এবং তৃতীয় পর্বের আনলকের মধ্যেই পুনরায় লকডাউন। রাজ্যের কোথাও সপ্তাহে দু'দিন, কোথাও বা একটানা সাতদিন। ২৪ মার্চ যার শুরু, তার ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। আক্রান্ত এলাকার পরিধি যত বাড়ছে, লকডাউনের স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব ততই দেখা দিচ্ছে। নবান্ন-র কর্তাব্যক্তিরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে লকডাউনের দিনক্ষণ স্থির করছেন এবং তা সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ অবগত হতে পারেন এবং আগাম ব্যবস্থা নিতে পারেন।

এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ স্থানীয় বাজারহাটে ভিড় জমাচ্ছেন সপ্তাহে দু'দিন কিম্বা একটানা সাতদিন লকডাউনের ফলে যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য হা-পিত্যেশ না করতে হয়। বিশেষ করে যাঁদের কিছুটা ক্রয়ক্ষমতা এখনও আছে। যাঁদের সে ক্ষমতা নেই, তাঁর ধুঁকছেন। মাসিক সরকারি বরাদ্দের সামান্য চাল গম দিয়েই একবেলা কিম্বা আধবেলা কিছু মুখে দিয়ে কোনওমতে টিকে আছেন। মারণ-ব্যাধি করোনা-ভাইরাস নয়, এঁদের মুখের হাসি কিম্বা জীবনের স্বাভাবিক গতি কেড়ে নিয়েছে অভাব-অনটনের তীব্রতা।

যেকোনোও সচেতন মানুষই এতদিনে নিশ্চিত লক্ষ্য করছেন যে একটানা দীর্ঘ লকডাউনেও বেপরোয়া করোনা ভাইরাসকে বিন্দুমাত্র বাগে আনা যায়নি। বরং সংক্রমণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে শহর ও শহরতলির অলি গলিতে। এমনকি গ্রাম গঞ্জের ব্লক স্তরেও । তাকে প্রতিহত করার কোনও প্রচেষ্টাই আজ পর্যন্ত সার্থক হচ্ছে না। শুধু আমাদের রাজ্যই নয়, গোটা দেশ তো বটেই, সমগ্র বিশ্বেও তার মারণ যাত্রা অব্যাহত। ব্যতিক্রম হয়ত বা আছে, তা অবশ্য নগণ্য। হিসেবের মধ্যেই আসে না। ইতিমধ্যে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, করোনাকে যখন কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না, তখন লকডাউনেরই বা সার্তকতা কোথায়? আপাতদৃষ্টিতে কথাটা অনেকেরই সত্য ও স্বাভাবিক বলেই মনে হয় এবং অনেকে এ-কথায় দিব্যি সায়ও দেন। এমনকি, লকডাউনের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্নও তুলছেন। করোনা ভাইরাসকে যখন কোনওভাবেই আটকানোই যাচ্ছে না, তখন লকডাউন করা কেন? অনেকেরই অভিমত, এভাবে লকডাউন করে কোনও লাভ হবে না। অনেকের মুখেই বেশ বিতৃষ্ণার ভাব দেখা যাচ্ছে। নানাজনে বিরূপ মন্তব্যও করছেন।

আমরা যারা উদ্ভুত সমস্যার গভীরে না গিয়ে কেবল উঁচু গলায় লকডাউনের বিরোধিতা করছি, তারা নিজেরাই কি লকডাউন সম্বন্ধে আদৌ তেমন সচেতন? কেন লকডাউন সফল হচ্ছে না, তা নিয়ে কি আদৌ ভাবনাচিন্তা করছি। কিম্বা লকডাউনের কোনও বিকল্প আছে কিনা তাও কি ভাবে দেখেছি? বোধহয় না। কারণ ভেবে দেখলে অমন যুক্তিহীন আলটপকা মন্তব্য করা কখনই সম্ভব হত না। আসলে যাঁরা কোনও রকম না ভেবেচিন্তেই সব বিষয়ে মন্তব্য করতে অভ্যস্থ, একমাত্র তাঁদের পক্ষেই এমন অনাকাঙ্খিত আচরণ বোধহয় সম্ভব। একটু লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়,আমাদের অনেকের চিন্তাভাবনার মধ্যেই মৌলিকত্ব বড় কম। বিষয়ের গভীরে ঢুকে কেউ আর সেভাবে ভেবে দেখতে চায় না। ভাবনাচিন্তার চূড়ান্ত দৈন্যতা ধরা পড়ে আমাদের আচরণ ও কথাবার্তায়। নিজস্ব বোধের উত্তরণ ঘটাতে আমরা বড়ই অপারগ। অথচ আমরা কেউ কিন্তু তেমন নির্বোধ নই। শুধু নিজেদের সাধাণণ বোধবুদ্ধিকে কাজে লাগাতেই যত রকম অনীহা। আলটপকা মন্তব্য করতেই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছি। আর এভাবেই সর্ব সাধারণের মাঝে নিদেরে গ্রহণযোগ্যতাকেই নষ্ট করে ফেলছি।

আমাদের অনেকেরই সচেতনতা বোধ একেবারেই কম। সরকারি ও বেসরকারি তরফে চারদিকে ব্যাপক প্রচারের পরও আমাদের চেতনার সামান্যতম উন্মেষ ঘটে না। কেন লকডাউন আর কেনই বা মাস্ক-এর প্রয়োজন তা বার বার বলা সত্ত্বেও বোঝার কোনওরকম চেষ্টাই কবি না। বরং পরিচিতজনদের সঙ্গে আলোচনায় নিজেদের কান্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিই। যার ফলে নিজেরা যেমন ভুগি, অন্যদেরও ভুগতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করি। আমাদের নির্বুদ্ধিতা, আমাদের কান্ডজ্ঞানহীনতায় সমাজ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলি।

কেন লকডাউন আর কেনই বা মাস্ক পরা প্রয়োজন তা নিয়ে বরং অনেক সময় উল্টো সুর গাই। অনেকেই বিভ্রান্ত হন আমাদের সহজ সরল কথায়। তাৎক্ষণিকভাবে লকডাউন আর মাস্ক পরার বিরোধিতায় সামিল হন সাধারণ মানুষ এবং এভাবেই ডেকে আনেন নিজেদের সর্বনাশ, পরিবার পরিজনের সর্বনাশ এবং একই সঙ্গে অন্যদের সর্বনাশ। আমাদের চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা আর পাহাড় প্রমাণ অসচেতনায় ব্যর্থ হয় লকডাউনের তাৎপর্য। করোনা ভাইরাস দুর্বার গতিতে তার ভয়ানক ডালপালা ছড়াতে সমর্থ হয় সর্বত্র। বেড়ে চলে মৃত্যুর মহামিছিল।

অনেকেই হয়ত ভাবেন, একশো জনের মধ্যে পাঁচ দশজন লকডাউন না মানলে কি আর এমন হয়। নব্বই পঁচানব্বই জনই তো লকডাউন মেনে চলেছেন। অত বাড়াবাড়ির কি আছে। আপতদৃষ্টিতে কথাগুলো অত্যন্ত নিরীহ মনে হয়। সত্যিই তো, সিংহভাগ মানুষই যখন লকডাউন মেনে চলেছেন, তখন আর ওই সামান্য সংখ্যক মানুষের মানা না মানা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও বোধহয় চলে। অহেতুক বাড়াবাড়ি করছে কেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন? এঁরা আসলে লকডাউনের গুরুত্বটাই বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না।

ওই পাঁচ দশজনের মধ্যে কেই যদি (পড়ুন একজনও) আক্রান্ত থাকনে, তিনি বা তাঁরাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটাতে কাফি। বাকি নব্বই পঁচানব্বই জনের সর্বনাশ ঘটাতে সক্ষম ওই সংক্রামিত ব্যক্তি। একজন আক্রান্তই গোষ্ঠী আক্রমণের পথ দেখাতে পারেন। বাকি নব্বই পঁচানব্বই জনের লকডাউনের কোনও মূল্যই থাকে না ওই মুষ্টিমেয় সংখ্যক অসচেতন মানুষের জন্য। বলতে কোনও দ্বিধা নেই, এমন কিছু অসচেতন মানুষের জন্যেই আজ এতদিন লকডাউন টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে এবং রাজ্যের কোণে কোণে করোনা সংক্রমণ ছড়াচ্ছে।

দু'আড়াই মাস একটানা লকডাউন চালালে যে কঠিন সমস্যার জট জটিলতা অনেকেটাই হয়ত বা সুরাহ হয়ে যেতে পারত, কিছু সংখ্যক অসচেতন মানুষের জন্যই তা মাসের পর মাস লকডাউন টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ যে জন্য লকডাউন করা সে সমস্যার কোনও সুরাহাই হচ্ছে না। করোনা ভাইরাসকে আটকানোর বিকল্প কোনও পথ না থাকায় নিরুপায় হয়েই সরকার লকডাউনকে আরও দীর্ঘ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন দেশের সিংহভাগ সাধারণ মানুষ এবং ক্ষতি হচ্ছে গোটা দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো।

আপনি হয়ত সহজ মনে ভাবছেন, আমি মাস্ক পরর না তাতে কার কি? আমার মাস্ক পরার সঙ্গে অন্যের ভালোমন্দর সম্পর্কেই বা কি? বিষয়টা অত সহজ নয়। আপনার মাস্ক পরা না পরার সঙ্গে অন্যের বিপদের সম্পর্ক তো আছেই এবং তা বেশ জোরালোও। আপনি নিজে মাস্ক না পরলে আপনি যেমন অন্যের থেকে আক্রান্ত হতে পারেন, ঠিক তেমনি আপনার ভাইরাস (যদি উপসর্গহীন আক্রান্ত হন) অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে। অর্থাৎ আপনি নিজেও যেমন বিপদে পড়তে পারেন, একই সঙ্গে ঠিক তেমনি অন্যকেও বিপদে ফেলতে পারেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনার মাস্ক পরা না পারার সঙ্গে আপনার তো বটেই, অন্যদেরও আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। যেমন আপনার লকডাউন মানা না মানার সঙ্গে লকডাউনের সার্থকতা ও ব্যর্থতা পুরোটাই নির্ভর করছে। আপনি আমি শুরু থেকেই সচেতন হলে করোনা ভাইরাসকে আটকানো অনেকটাই সহজ হত। কত অমূল্য প্রাণ বেঁচে যেত। কত পরিবার তাঁদের প্রিয়জনদের অসময়ে হারাত না। কিম্বা করোনাক্রান্ত হয়ে হয়রানি হতে হত না কত শত অসহায় মানুষকে। আপনি ও আপনার পরিবারও হয়ত রক্ষা পেত।

একটু লক্ষ্য করলেই আমাদের চোখে পড়বে, কেউ হয়ত মাস্ক পরেছেন। কিন্তু ওই নাম কা ওয়াস্তে। নাক মুখ না ঢেকে তা কারও গলায় কারও বা হাতে কিম্বা পকেটে, কেউ বা স্রেফ নিয়ম রক্ষার জন্যও কোনওরকমে একটা রুমাল জড়িয়ে চলেছেন। মহিলারা কাপড়ের আঁচল। তা মাঝে মাঝেই সরে যাচ্ছে নাক মুখ থেকে। সে অবস্থাতেই আপনি কাশছেন কিম্বা হাঁচি দিচ্ছেন। আপনি নিজেও হয়ত জানেন না যে, আপনি আক্রান্ত কিনা। কারণ এখন অনেক করোনা রোগিরই কোনওরমক উপসর্গ থাকে না। তাই বোঝারও উপায় নেই। আপনি হয়ত নিজেরই অজান্তে অন্যদের আক্রান্ত করছেন। আপনার ভুলে আপনার অসতর্কতায় কিম্বা আপনার অকারণ গোঁড়ামিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই মারণ ব্যাধি। অথচ আপনি একটু সতর্ক ও সচেতন হলে আপনি নিজে যেমন রক্ষা পেতেন, আপনার পরিবার পরিজন যেমন রক্ষা পেত, ঠিক তেমনই অন্যদেরও রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু বার বার সচেতন করা সত্ত্বেও আপনি নিজের নির্বুদ্ধিতায় সামাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মারণ-ব্যধির ভাইরাস। যা দ্রুত মারি থেকে মহামারি তো বটেই, অতিমারিতে রূপ নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে।

এক্ষেত্রে আপনার ভুলের (পড়ুন আপনার নির্বিকল্প নির্বুদ্ধিতা) তড়া মাশুল গুনতে হচ্ছে গোটা পরিবার সহ সমাজের সবাইকে। শুধু প্রয়োজনে আপনি হয় দোকান বাজার রেশন ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস বিদ্যুৎ অফিস যেখানেই গেছেন, সেকানকার লোকজনের মধ্যেই ছড়িয়েছে ওই মারণ ভাইরাস। এবার আপনার কারণেই সরকার লকডাউন করে কত মানুষকে বিপদের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। এবার ভাবুন তো, কত বড় ক্ষতি সাধন করেছেন আপনি। আপনার অপরাধের সীমা পরিসীমা নেই।

শুরু থেকেই আপনি যদি এই মারণ ব্যাধির সতর্কবার্তা শুনতেন এবং তা সাধ্যমত মেনে চলতেন, যেমন অনেকেই শুনেছেন এবং মেনেও চলেছেন, তাহলে এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়ত না এত সংখ্যক মানুষ। সামাজিক দায়বদ্ধতাই যদি না থাকে তো সমাজে থাকার কি অর্থ আছে। নিজের পাশাপাশি অপরের কথা চিন্তা করাটাও আপনার সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একথা ভুলে গেলে যেমন আপনারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি। অন্যের ক্ষতি করার কোনও অধিকার আপনার নেই ---একথা সবসময়েই মনে রাখা দরকার আমাদের।

লকডাউন পর্ব ব্যর্থ আমাদেরই আশপাশের থাকা কিছু মানুষের অসচেতনতার জন্য। যাঁরা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে বাধ্য হন, তাঁদের কথা আলাদা।

কিন্তু এখনও যাঁরা অকারণে বাইরে ঘোরাঘুরি করেন, মাস্ক পরেন না কিম্বা পরার প্রয়োজন বোধ করছেন না, তাঁদের প্রতি একান্ত অনুরোধ, আপনারা সত্বর সতর্ক হন। নিদের কথা ভাবুন, পরিবার পরিজনের কথা ভাবুন, সর্বোপরি পাড়া প্রতিবেশির কথা ভাবুন। আপনার কারণে যেন লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি না হয়, আপনার কারণে যেন মারণ ব্যধি না ছড়ায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আগ্রাসী চিনকে দমাতে পারে 'আত্মনির্ভর' ভারত

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ভারত চিন সীমান্ত বিতর্ক নতুন নয়। তবে লাদাখে চিনা আগ্রাসন ও গালওয়ানের ঘটনাটা হঠাৎ অবাঞ্ছিত কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক কথায় এটা ঘটনো হয়েছে। এবং এটা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। চিন নিজেই আগ্রাসী। এটা তারা করে দেখাতে চেয়েছে যে বুঝে নাও, ড্রাগন নড়েচড়ে বসলে তোমাদের ভালো হবে না।

ভারত যুদ্ধ চায় না। করোনা বিধ্বস্ত অর্থনীতির উপর আরো বোঝা চাপাতে কেউ চায় না। তাই এটা যে যুদ্ধের সময় নয় বা কোনো পক্ষই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করতে চাইবে না, সেটাও পরিষ্কার। তাহলে হঠাৎ এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কেন?

এটাকে খেলা না বলে বরং বলা যেতে পারে সতর্কতার বার্তা দেওয়া। যদি এখানেই এটা না থামে ব্যাপারটা তাহলে হবে গুরুতর। উভয়পক্ষের কাছেই অপ্রীতিকর হবে। চিনা এটাই বোঝাতে চাইছে যে চিনের সঙ্গে টক্কর দিতে চাইলে সেটা ভারতের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকারক হবে। তাই হিসেব কষে পদক্ষেপ করা উচিত ভারতের।

কিন্তু কোন পদক্ষেপটা হিসেবে কষে কোথায় করবে? ভারত তো চিনের ভূখণ্ড দখল করতে যায়নি। তাহলে হঠাৎ সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক কমাতে যখন দু'দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে তখন সেই সময় চিনা সৈন্য এভাবে ঢুকে পড়ল কেন? কারণ, এই আগ্রাসন জমি দখলের জন্য নয়।

আসলে এখন যেটা হচ্ছে দু'দেসের মধ্যে সেটা আসলে লাদাখ বা অরুণাচলের জমি সমস্যা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত মার্কিন লবির দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সেটা চিন ভালোভাবে নিতে পারছে না। লড়াইটা তাদের বিশ্ব অর্থনীতির লাগাম হাতে নেওয়াকে কেন্দ্র করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে। করোনা পরবর্তী বিশ্বে সেটাই এখন চিনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মার্কিন মদতে অনেককাল ধরেই দক্ষিণ-এশীয় অর্থনীতি ও সামরিক ভারসাম্য রক্ষায় ভারতের সমর্থন নিয়ে প্রভাব বাড়াতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিনিময়ে মার্কিন লগ্নি ভারতে আসবে বা ভারতের রফতানি বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরো বাড়বে, এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ভারতের প্রভাব বাড়বে এরকম একটি বোঝাপড়া ভারত-মার্কিন সম্পর্কে উদ্দীপনা জুগিয়েছে চিন বিরোধী অবস্থান নিতে। কিন্তু চিন বিরোধী অবস্থান নেওয়া কি আদৌ ভারতের পক্ষে সম্ভব?

সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার সীমান্ত রক্ষার খরচ চিনের এরকম উস্কানিতে বহুগুণ বেড়ে যাবে। সীমান্তে শুধু সৈন্য বা লোকলঙ্কর বাড়ালেই হবে না, প্রচুর রাস্তাগাট তৈরি করা এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত করার খরচ আছে। চিন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর দেশ। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভারত চিনের মধ্যে বাণিজ্য। ভারতের মোট জিডিপির সাড়ে আট শতাংশ আসে চিন থেকে। সেটা বন্ধ হলো চিনের যা ক্ষতি হবে তার দশগুণ বেশি ক্ষতি হবে ভারতের। লৌহ-ইস্পাত থেকে ওষুধ, প্লাস্টিক থেকে রাসায়নিক পদার্থ এবং সার, মোবাইল ফোন থেকে কম্পিউটার পার্টস সব আসে চিন থেকে। চিন এসব রফতানি বন্ধ করে দিলে ভারতের অর্থনীতি বাণিজ্য সব ভেসে যাবে। এমনকী ঘরে ঘরে মানুষ মরে গেলেও ওষুধ পাবে না, এমন অনেক ওষুধ আছে যা বিশ্বের কোথাও মেলে না।

তাই চিনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহাসের চাইতে বড় কথা হল কতটা সমীচীন সেটা ভেবে পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রাখা। কিন্তু ট্রাম্পের অনুসারী হতে গেলে সেই ভারসাম্য থাকবে না এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই চিন এই আগ্রাসা মনোভাব দেখাল। বুঝিয়ে দিল, মার্কিন বন্ধুত্বের অনেক বেশি মূল্য দিতে হতে পারে এরপর।

ভারতের সঙ্গে চিনের দ্বন্দ্বটা কেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন আগে থেকেই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে চিনকে টক্কর দিতে ভারতকে সঙ্গী করেছে। এতদঞ্চলেরবাজার ধরতে আফগানিস্তান থেকে মায়ানমার পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা করে এক দশক আগে। পাল্টা শক্তি হিসেবে দক্ষিণ -এশীয় অঞ্চলে চিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই পাকিস্তান, রাশিয়া, ইরানকে সঙ্গী করে সাংহাই থেকে তেহরান পর্যন্ত রাস্তা ও অর্থনৈতিক করিডর তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করে। আজকের গালওয়ান এই দুই শক্তির বাণিজ্য যুদ্ধের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিও স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট। এই স্থানে প্যানগং হ্রদ এলাকাসহ পূর্ব লাদাখ অঞ্চলে নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিনের দক্ষিণ-এশীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভুত স্থাপনের গবীর অভিসন্ধি। কেবলমাত্র সীমান্তে জমি দখল করতে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চিন আগ্রাসী হয়নি। ভারত পূর্ব লাদাখে হেলিপ্যাড ও রাস্তা বানানোর পর থেকেই তাই চিনের গাত্রদাহ শুরু। ওই হেলিপ্যাড থেকে আকাশপথে মাত্র ১০ মিনিটের দূরত্বে কারাকোরাম। আর অকসাই চিন থেকে জিনশিয়াং প্রদেশের মধ্যে যে রাস্তা সাংহাই থেকে পণ্য পৌঁছে দেবে পাকিস্থানে এবং ইরান হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তা ভারতেরহেলিপ্যাডে থাকা সীমান্ত প্রহরীর নাকের ডগায় এসে যাচ্ছে। সেই কারণেই ২০১৩ সালে পূর্ব লাদাখে ৬৫০ বর্গমাইল জায়গা দখল করেছে, এখন গালওয়ান থেকে ভারতকে সরাতেক চায় চিন। চিনের আশঙ্কা, কোনোদিন ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ হলে, ভারতের দ্বারা গালওয়ান থেকে হানা শুরু হলে, সাংহাই থেকে ইরান পর্যন্ত বাণিজ্য সরণি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন চিনা সৈন্য রসদ বা বাণিজ্য পরিবহণ কোনোটাই জিংজিয়াং থেকে কারাকোরাম হয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বুকে চিরে পৌঁছতে পারবে না পাকিস্তানের বন্দর শহরে এবং ইরান হয়ে ইউরোপে। রাশিয়া নিজের ও চায় না ভারত মার্কিন সখ্যে রাশিয়ার গুরুত্ব কমে যায়। তাই তারা চায় ভারতের পাশে থেকেও চিনের সঙ্গে থাকতে। প্রকাশ্যে কোনো স্পষ্ট অবস্থান রাশিয়া জানাবে না। সেই আশ্বাস আছে বলেই গালওয়ান ও গোটা প্যানগং এলাকা অধিকার কারর জন্য চিন এতটা আগ্রাসী।

কোভিড পরিবর্তী বিশ্বে মার্কিন -চিন কোভিড পরবর্তী বিশ্বে মার্কিন-চিন সম্পর্কটা, বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিদ্বেষের চেহারা নেওয়ার ইঙ্গিত রাখছে। জবাব দিতে চিনও উদগ্রবী হয়ে উঠেছে। মার্কিন আধিপত্য ধ্বংস করে চিন মহাশক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এশিয়া ভূখণ্ডে। শুধু গালওয়ান নয়, চিন

তাই একসঙ্গে আগ্রাসী সাউথ চায়না সমুদ্র অঞ্চলে। তাতে প্রয়োজনে। ফিলিপিন্স-ভিয়েতনাম-জাপানের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে চিনের আপত্তি নেই। সেখানেও আসল উদ্দেশ্য মার্কিন প্রভাব খর্ব করা এদিকে অস্ট্রেলিয়া-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়াকে এক অক্ষে নিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভারত মহাসাগরে এই অক্ষের প্রভাব বৃদ্ধি মেনে নিতে পারছে না চিন। অন্যদিকে, চিনকে চাপে রাখতে মিত্রশক্তি বিট্রেনকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে চিন বিরোধী শিবিরে টেনে আনতে চায়। তাইওয়ান ও হংকং নিয়ে তাই চিনের বিরুদ্ধে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে পুরনো ঘা। মার্কিন এই গেম প্ল্যানে ভারত যাতে কোনোভাবেই চিন বিরোধী অবস্থান নিয়ে মার্কিন শিবির ভুক্ত না হয় তার জন্যই চিনের মনে হচ্ছে দু'দেশের সম্পর্কটা খুব কঠিন জটিলতার মধ্যে দিয়ে চলেছে।'

ভারতের পরিস্থিতি

এই পরিস্থিতিতে মার্কিন অক্ষ থেকে ভারতের দূরে রাখতে চিনকে চাপ সৃষ্টি করতে হচ্ছে পুরনো সীমান্ত বিতর্কগুলি খুঁচিয়ে তুলে। ভারতকেও ভাবতে হচ্ছে অন্য কারণে। চিন অতি মাত্রায় বহৎ একটি অর্থনৈতিক শক্তি। সামরিক দিক থেকে চিনের সঙ্গে ছোটখোটো যুদ্ধ, মানে দু'চারদিন চোখে চোখ রেখে বুঝিয়ে দেওয়া যেতেই পারে যে হম কিসিসে কম নেহি'।

কিন্তু লম্বা যুদ্ধের রসদ ভারতের নেই। অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে আড়াই ট্রিলিয়ন রফতানির বাজারচিনের দখলে । গোলাগুলি ছুঁড়তে হবে না, চিন শুধু রফতানি বন্ধ করে দিলেই ভারতসহ বহু বিরোধী দেশ শুকিয়ে যাবে। বিকল্প কি নেই? আছে।

কিন্তু সে বিকল্প আর্থিক দিক থেকে প্রচুর ক্ষতির মুখে ঠেলে দেবে আমাদের। এই মুহূর্তে ভারতের চাইতে প্রায় সাড়ে চার গুণের বেশি জিডিপি চিনের মাথাপিছু হিসেবে সেটা আড়াইগুণের কাছাকাছি। এসব পরিসংখ্যানের বাইরে যেটা বাস্তব সমস্যা সেটা হল, কাঁচামালের অভাব। চিন কাঁচামাল না পাঠালে দেশের ওষুধ সার এবং রাসায়নিক শিল্প প্রায় মুখ থুবরে পড়বে। বড় বড় নির্মাণকার্য থমকে যাবে তাদের প্রযুক্তি এবং সস্তার শ্রমিক না পেলে। অনেকে ক্ষেত্রেই প্রবল একটা সঙ্কট আসবে। চিনের বিকল্প তাই রাতারাতি তৈরি করা সম্ভব নয়। এটা চিন বেশ ভালো জানে। ভারতের বিরুদ্ধে এত রোয়াবি।

চিন-মার্কিন দ্বৈরথ ঃ ভারত থাকুক সমদূরত্বে যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষ থেকে ও গোটা বিষয়টিকে নজরে রাখবার জন্য এবং চিনের ওপর চার সৃষ্টি করার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে হংকং নিয়ে চাপ সৃষ্টি করা শুরু হয়েছে। চারটি বড় রণতরী ভারত মহাসাগরে নিয়ে এসে হাজির করে ফেলেছে। বিষয়টি ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার মধ্যে আর থাকছে না তার কারণ এটা যা আসতে ভারত চিন নয়, তার ছায়ার যুদ্ধে মধ্যে আসলে প্রকট হচ্ছে চিন মার্কিন দ্বৈরথ সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গত পরশু থেকেই শুধু নয়, দু'মাস আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনের দিকে তাদের রণতরীর যাত্রা শুরু দিয়েছিল। ঠিক সেই সময় যখন ট্রাম্প হুমকি দিচ্ছিল, চিনই দায়ী এই করোনা ভাইরাসের জন্য।

সেই সময়ে অস্ট্রেলিযার পক্ষ থেকেও চিনকে একটু দেখে নেওয়ার মতো হুমকি জারি করা হয়।

ভারত তখন থেকেই চটছিল। গোটা বিষয়টিকে নিয়ে চিন শেষ পর্যন্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য বলা যেতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মিত্রশক্তিদের বোঝানোর জন্য দুটি জায়গাতেই হস্তক্ষেপ শুরু করে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বিধানসভায় অসমের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সতীসাধনী রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় বিল গৃহীত, সর্বানন্দ সরকারকে ধন্যবাদ প্রদেশ বিজেপির

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসমের জোট সরকারের বিধানসভার বাদল অধিবেশনে রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, উপাসনা কেন্দ্র, সত্র নামঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংরক্ষণ এবং সুরক্ষিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন আদি মঠ-মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দ্য আসাম হেরিটেজ প্রটেকশন-প্রিজার্ভেশন অ্যান্ড ম্যানটেনেন্স বিল ২০২০ এবং সতী সাধনীর নামে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বীরাঙ্গনা সতী সাধনী রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় ২০২০ শীর্ষক দুটি বিল বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে।

অন্যদিকে, আজ বিধানসভায় মরান, মটক এবং কামতাপুর স্বশাসিত পরিষদ গঠনের জন্য একটি বিলও গৃহীত হয়েছে। কোচ-রাজবংশী, মরান এবং মটক জনজাতিদের সুরক্ষা এবং বিকাশে এই স্বশাসিত পরিষদগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করে প্রদেশ বিজেপি।

বিজেপি-র মুখপাত্র ফণী পাঠক এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতি জারি করে বলেন, সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার অসমবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সতী সাধনী বিল গৃহীত হওয়াটা রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সফল করতেই এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিলটি তৈরি করা হয়েছে। অসমিয়া জাতির সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং জাতির স্বাভিমান রক্ষায় বিল দুটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, ভিটে-মাটি, কলা-কৃষ্টি, ভাষা-সাহিত্য, ঐতিহ্য সুরক্ষিত করে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান মনোভাব রেখে বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

ফণী পাঠক বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ কীর্তিচিহ্নগুলো সংরক্ষণ করা অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফার অন্যতম শর্ত। এই বিল দুটোর মাধ্যমে ৭৫ বছর কিংবা তার চেয়েও পুরনো মঠ-মন্দির, সত্র- নামঘরের পাশাপাশি মসজিদ, গির্জা, দরগাহ, বৌদ্ধবিহার, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ এবং তা দেখাশোনা করার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও পুরনো ভবন, স্মৃতি সৌধ, ভাস্কর্য, চিত্র, হস্তশিল্প, মুদ্রা, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, চলচ্চিত্র, পুরনো নথিপত্র, তথ্যচিত্র, বিভিন্ন জাতি উপজাতির সাহিত্য, ধর্মীয় উপাদান, বস্ত্রশিল্প, পরম্পরাগত ব্যবহৃত সামগ্রী সংরক্ষণ করা হবে। সরকারের এই পদক্ষেপে বিজেপি দলের পক্ষে মুখপাত্র ফণী পাঠক রাজ্য সরকারকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার অবসান কবে, পূর্তমন্ত্রীর লিখিত আশ্বাস বিধায়ক কমলাক্ষকে

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তদানীন্তন ১৫১ বর্তমান ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরে আজ ফের একবার বিধানসভা সরগরম করে তুলেছেন করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের বুক চিরে ধাবিত ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। বিগত চার-পাঁচ বছর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এউ জাতীয় সড়কটি রীতিমতো মরনফাঁদে পরিণত হয়েছে। শয়ে শয়ে কয়লা বোঝাই লরির চাপে বেহাল সড়কটির অবস্থা আরও ভয়ংকর হয়ে পড়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কের দুরবস্থার কথা সরকারের জানা আছে কি? আসন্ন দুর্গাপুজার আগে এই সড়কটি চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে কি? ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা সংস্কারের জন্য প্রথম কোন সালে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল? এই সড়কটি সংস্কারের জন্য বারবার টেন্ডার ডাকা হলেও এখন পর্যন্ত কাজ করা সম্ভব হল না কেন? শহরের বুকের ওপর দিয়ে কয়লা বোঝাই লরি না চালিয়ে, বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করা যায় কি? চলতি বিধানসভা অধিবেশনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষদিন কংগ্রেস নেতা তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এই সব প্রশ্ন তুলে সরকারকে চেপে ধরেন।

কমলাক্ষের প্রশ্নের জবাবে পূর্ত দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, করিমগঞ্জ শহরের বুক চিরে ধাবিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দুরবস্থার বিষয়ে সরকার অবগত। এই সড়কটির মেরামতির জন্য ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। অক্টোবর মাসের মধ্যেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা লিখিতভাবে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে জানান।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, শহরের ভিতর দিয়ে কয়লা বোঝাই লরি না চালিয়ে বিকল্প কোনও সড়কের পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের কাছে নেই। যদি সরকার এ ব্যাপারে কোনও বিকল্প সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তবে অবশ্যই অবগত করা হবে বলে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বিধায়ক কমলাক্ষকে লিখিতভাবে আশ্বস্ত করেছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের জন্য বার বার দরপত্র আহ্বান করার পরও কাজ করা সম্ভব হল না কেন জানতে চাইলে পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বিস্তারিত ভাবে জানান, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ এই সড়কটি সংস্কারের জন্য প্রথম বারের মতো দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় এক বিডারের মৃত্যুর দরুন প্রক্রিয়া মাঝপথে আটকে যায়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রালয়ের অনুমতিক্রমে ২০১৮ সালের মে মাসের ৫ তারিখ দ্বিতীয় বারের মতো দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় অনলাইনে মাত্র একজন বিডার থাকার দরুন পুনরায় প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ তৃতীয় বারের মতো দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সেবার দরপত্রের মূল্য বেশি হওয়ার দরুন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রালয়ের অনুমোদনের জন্য টেন্ডার বেজ কস্ট এস্টিমেটের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ড় শর্মা আরও জানান, বিভাগীয় অনুমোদন পাওয়ার পর চলতি বছরের মার্চ মাসের ৫ তারিখে চতুর্থ বারের মতো দরপত্রের আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় করোনার জেরে লকডাউন থাকায়, অনলাইন বিডে কোনও নির্মাণ সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি। চলতি বছরের মে মাসের ৫ তারিখ পঞ্চম বারের মতো দরপত্রের আহ্বান করা হলেও, অনলাইন বিডে কোনও দরপত্র পাওয়া যায়নি। পুনরায় চলতি বছরের জুন মাসের ১৬ তারিখ বিভাগীয় তরফ থেকে ষষ্ঠ বারের মতো দরপত্রের আহ্বান করা হয়েছিল। বর্তমানে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে লিখিত জবাবে আশ্বস্ত করেছেন।

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে আরও ৩২ জন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ৩৮৩

ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে আরও ৩২ প্রাণ। ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৩৮৩ জনে। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ২ হাজার ১৫৮ জন। এ নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৮৬ জন।

দেশে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলছে। কীভাবে মারণ ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, তাই ভেবে পাচ্ছেন না স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা। তার মধ্যেই সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, 'এখনও বাংলাদেশে সংক্রমণের তাণ্ডব শুরু হয়নি। সেই তাণ্ডব শুরু হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে।' ইতিমধ্যেই করোনা ভ্যাকসিন পাওয়ার লক্ষ্যে চিন, ভারত সহ বিশ্বের একাধিক দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। চিনের সংস্থা সিনোভ্যাককে সম্ভাব্য ভ্যাকসিনের তৃতীয় দফার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবে সেই ট্রায়াল শুরু হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বৃহস্পতিবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে আরও ১৪ হাজার ৪২২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। মোট নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৮ জনে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় আরও ২ হাজার ১৫৮ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। পাশাপাশি করোনাকে হারিয়ে নতুন করে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৯৬৪ জন।

দুরন্ত করোনা, সাপ্তাহিক লকডাউনে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য হাট, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

পাথারকান্দি (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ দুরন্ত গতিতে চলছে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি পাথারকান্দিতেও। করোনার শৃঙ্খল ভাঙতে গোটা বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে কাছাড় হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় চলছে লকডাউন। পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে সংক্রমণের হার দ্রুতহারে বেড়ে চললেও এক শ্রেণির মানুষের বেপরোয়া গতিবিধি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হচ্ছেন জনতা। সরকারি নিয়ম ও নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি সপ্তাহিক হাট বন্ধ থাকায়র কথা। কিন্তু তা মানছেন না অনেকে। ফলে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যা ভাবে বসছে হাটবাজার। এ সব বাজার থেকে সরকারি ভাবে কোনও খাজনা আদায়েরও খবর নেই। তবে কিছু কিছু বাজারে অবশ্যয় এই নিয়মের ব্যথতিক্রম দেখা যাচ্ছে। বাজারের ভিড়ে কাউকে সামাজিক দূরত্ব তো বটেই মুখে মাস্ক না লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। ফলে গণহারে করোনা রোগীর সংখ্যাম বাড়ছে। গত কয়দিনে বিশেষ করে সলগই বাজার সহ সংলগ্ন এলাকার শতকরা দশ শতাংশ মানুষের করোনার সংক্রমণ ঘটেছে বলে স্বাস্থ্যক বিভাগের এক সূত্রে প্রকাশ। এমন খবরে স্বাভাবিক ভাবে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।এত সবের পরও কিন্তু এলাকার বাজারগুলো বন্ধ করতে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন। এমন অভিযোগ এলাকার সচেতন মহলের। প্রাপ্ত তথ্যঅ মতে, গত কয়দিনে ব্যা পক হারে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহত্তর পাথারকান্দিতে। এ পর্যন্ত গোটা এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক লোক করোনায় আক্রান্ত হবার খবর রয়েছে। অনেকো কোভিড প্রটোকল মেনে না চলায় এই রোগের সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় বেপরোয়া মানুষকে লাগাম ধরতে প্রশাসন কেন হস্তক্ষেপ করছে না তা বিস্ময়কর বলে মনে করেন সাধারণ জনতা।

বিশ্বের জন্য বিপদজনক হতে পারে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি : কাই শিয়া

নিউইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): চিনা থিংক ট্যাংক কাই শিয়া জানিয়েছেন, চিনা কমিউনিস্ট পার্টির দুনিয়ার জন্য বিপদজনক হবে আগামী দিনে।ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত চিনা আগ্রাসন রোধ করার জন্য দ্বিগুণ প্রস্তুতি নিয়ে ঝাপানো। নিজেদের প্রতিবেশী ছাড়াও বিস্তার বাদ নীতির ওপর ভর করে গোটা বিশ্বকে হাতের পুতুল করে রাখতে চাইছে যে চিন। কমিউনিস্ট শাসিত এই দেশের অভ্যন্তরে চরমপন্থী সমাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র পন্থীদের সংঘাত ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।দুই মতাদর্শের মধ্যে টক্কর আকছার লাগছে। পরম্পরাগত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঘোরবিরোধী চিন। বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর উচিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা মূলক কর্মকান্ডে চিনকে ঢুকতে না দেওয়া।পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের জন্য চিনের শীর্ষ কর্তাদের হস্তক্ষেপ রোধ করা।এমনটা না হলে ক্রমাগত আগ্রাসন বাড়িয়ে যাবে চিন। ২০১২ ক্ষমতায় আরোহনের শি জিংপিং দল এবং সরকারের ওপর একাধিপত্য কায়েম করেছে। চিনে ক্রমাগত নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় কাই শিয়া ছিলেন চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। মার্কিন মুল্লুকে এসে এক টিভি চ্যানেলে শি জিংপিং বিরুদ্ধে নেতিবাচক সাক্ষাৎকার দেওয়ার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে করোনা কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটকে রয়েছেন তিনি।

মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের চিন্তা ধারার প্রয়োজন।মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে আমাদের বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ফোরামের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ২০২০ সাল যখন শুরু হয়েছিল তখন কেউ ভাবতে পারেনি এমন ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। বিশ্বজোড়া অতিমারীর প্রভাব সকলের উপর পড়েছে। এই মুহূর্তটা আমাদের আত্মনির্ভরতার পরীক্ষা হতে চলেছে। দেশের জনসাস্থ ব্যবস্থা এবং আর্থিক পরিকাঠামোর পরীক্ষা হতে চলেছে।ফলে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে বেশি মনোনিবেশ করতে হবে।তার জন্য দরকার নতুন ধরনের চিন্তাধারার। সীমিত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়েও ১৩০ কোটির দেশ ভারতে প্রতি ১০ লাখে করোনায় মৃতের সংখ্যা গোটা বিশ্বে তুলনায় কম। সুস্থ হয়ে ওঠার হারও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৩০ কোটি ভারতীয়ের উচ্ছ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আঁচড় কাটতে পারেনি এই মহামারী। বিগত কয়েক মাসে যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তার অনেক দূর পর্যন্ত রয়েছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য করাটা সহজ হয়ে গিয়েছে। লাল ফিতের ফাঁস মুছে গিয়েছে।১৩০ কোটির ভারত এখন আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। গোটা বিশ্বের সঙ্গে স্থানীয় যোগসুত্র গড়ে তুলবে এই আত্মনির্ভর ভারত।

কোভিড সংক্রমিত ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া

হাফলং (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া কোভিড ১৯ সংক্রমিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের দেহে কোভিড ১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়েছে। গত তিন চার দিন থেকে অসুস্থতা বোধ করছিলেন জেলাশাসক পল বরুয়া। যার দরুন আজ তিনি কোভিড পরীক্ষা করান। তার পরই জেলাশাসকের কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

জেলাশাসক পল বরুয়ার শরীরে কোভিড ১৯-এর সব ধরনের উপসর্গ রয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলেই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলাশাসক কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পরই তাঁর কার্যালয় সহ সরকারি বাসভবন সেনিটাইজ করা হয়েছে। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯ রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫০৩। এর মধ্যে ৩২৫ জন রোগী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ৯৮ জন রোগীর চিকিৎসা চলার পাশাপাশি জেলার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে ডিমা হাসাও জেলায় সাধারণ মানুষ কোনও ভাবেই সরকারি নীতি নির্দেশিকা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন না। প্রকাশ্য স্থানে মাস্ক পরিধান না করে অবাধে চলাফেরা করছেন। যার দরুন পাহাড়ি জেলায় দ্রুত হারে কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। একমাত্র সজাগতার অভাবেই এভাবে ডিমা হাসাও জেলায় সংক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর।

দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিগত কয়েকদিন ধরে দিল্লিতে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার হার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।পাশাপাশি মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে দিল্লির প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২৫০০ বেশি মানুষ।ওই সময় মধ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে ১৯। বিগত কয়েকদিনের অনুপাতে নতুন করে আক্রান্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ জানিয়েছেন, দিল্লির করোনা পরিস্থিতির ওপর কেন্দ্রের নজর রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্তন্তর্রকের তরফ থেকে দিল্লির সরকারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নীতি আয়োগের সদস্য, আইসিএমআর সদস্য এবং এইমসের চিকিৎসকেরা।করোনার উপর গভীর আলোচনার পর দিল্লি সরকার ছয়ের পাতায়

করোনাক্রান্তদের চিকিৎসা-ব্যয় বহনে ব্যর্থ বিজেপি সরকারের পদত্যাগ চেয়েছেন রিপুন, ২১-এ ৮০টি আসন দখল করে সরকার গঠনের দাবি কং-এর

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা-ব্যয় বহনে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি সরকার। তাই রাজ্যের গরিব জনগণ তথা করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার খরচ বহনে ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরকারের পদত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, বলেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি আরও জানান, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৮০টি আসন দখল করে সরকার গঠনে সক্ষম হবে কংগ্রেস।

গুয়াহাটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রিপুন বরা বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার খরচ দিতে অক্ষম বিজেপি সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে রিপুন বরা বলেন, করোনার চিকিৎসার খরচ দিতে অনীহার কারণ কী তা প্রকাশ্যে জানানোর দাবি প্রকট হয়েছে। সরকারের আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে কিনা তা খোলসা করুক বিজেপি। তিনি বলেন, চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত টাকা অনুদান পেয়েছে তা-ও পরিষ্কার করে জনগণকে জানানোর দাবি তুলেন রিপুন।

রিপুন বরার মতে, 'কেন্দ্রীয় সরকার থেকে করোনা মোকাবিলা করতে প্রাপ্ত অর্থ হাপিস করে দেওয়া হয়েছে। সরকার যে প্রকল্পগুলো রূপায়ণ করার চেষ্টা করছে সেই প্রকল্পের অর্থ কোথা থেকে পেয়েছে এবং সেই টাকার উৎস কী? তা জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতে এ পর্যন্ত যতটা রায়দান হয়েছে তার প্রতিটি রায়ে বলা হয়েছে, করোনাক্রান্ত রোগীর খরচ সরকার বহন করবে। তাই এই ব্যয় সরকারকে করতে হবে বলে রিপুন বরা প্রকাশ্যে দাবি জানিয়েছেন। এমন-কি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে করোনা চিকিৎসার খরচও সরকারকে বহন করার আদেশ রয়েছে বলে জানান তিনি। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে কটাক্ষ করে রিপুন বরা বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সর্বোচ্চ আদালত ও কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছেন।

এদিকে, ২০২১-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে মিশন-৮০ বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি রিপুন বরা বলেন, বিজেপি ১০০টি আসন পাবে বলে দাবি করছে। কিন্তু কংগ্রেস বিজেপির মতো অস্বাভাবিক প্রত্যাশা করে না। বিজেপির ১০০ প্লাস মিশন আগামী জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ২০/২৫-এ গিয়ে পৌঁছবে বলে দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সবাপতি রিপুন। ২০২১-এ অসমে কংগ্রেসের সরকার গঠন করবে বলে বিশ্বাসী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কংগ্রেস সরকার গঠনের ১ সপ্তাহের মধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সংগঠনের বিরুদ্ধে রুজু যাবতীয় মামলা প্রত্যাহার করা হবে বলে জানান রিপুন বরা।

কংগ্রেস-এআইইউডিএফের প্রস্তাবিত মহাজোটে নেই আসু-অজাযুছাপ-এর নয়া আঞ্চলিক দল

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস-এআইইউডিএফের প্রস্তাবিত মহাজোটের অংশীদার হবে না সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) এবং অসম জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র পরিষদ (অজাযুছাপ)-এর নতুন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের মতে, 'যে সকল শিল্পী বিজেপিতে যোগদান করেছেন তাঁরা আগে থেকেই ওই দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সব সাম্প্রদায়িক শক্তি অসমের জন্য ক্ষতিকারক। কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে মিত্রতা করা উচিত নয়। এআইইউডিএফের বিষয়ে কোনও কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সে বিষয়ে অসমের জনগণ ভালোভাবে অবগত।'

এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এই কথাগুলো বলেছেন, অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই। চাংমাই আরও বলেন, 'আমি সর্বদা সংসদীয় রাজনীতির বাইরে থেকে অসমের জন্য কাজ করে যাব। কিন্তু সিএএ (কা) আন্দোলনের সময় জনগণ চেয়েছিলেন তৃতীয় শক্তি। এবার তৃতীয় শক্তি গঠনের সিদ্ধান্তে সম্মান জানিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে।'

সংগঠনের কেন্দ্রীয় স্তরের এই নেতার মতে, যে সকল শিল্পী বিজেপিতে যোগদান করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাই যোগদান পর্ব বিজেপির একটি নাটক। এই যোগদান পর্ব সিএএ আন্দোলনের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, তরুণ গগৈ, রিপুন বরার পাশাপাশি কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতারা চাইছেন আসু-অজাযুছাপ-এর দল তাঁদের মহাজোটে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু কংগ্রেসের সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছেন পলাশ চাংমাই।

এদিকে অভিনেতা যতীন বরা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে পলাশ চাংমাই বলেন, যতীন বরা সিএএ আন্দোলনে মাত্র এক দিনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। লতাশিল খেলার ময়দানে যাওয়া ছাড়া আর কোনওদিন তিনি সিএএ আন্দোলনের কোনও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেননি।

কিন্তু জুবিন গার্গ সিএএ আন্দোলনে নিজের পকেটের টাকা খরচ করেছিলেন এবং তিনি রাজনৈতিক দলে কখনও যোগদান করবেন না বলে দাবি করেছেন অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই।

চার মাসেরও বেশি সময় ধরে অ্যান্টিবডি ইনজেকশনের প্রভাব থাকে দাবি গবেষণায়

নিউইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ইউরোপের আইসল্যান্ডে এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে করোনা রোগীদের দেওয়া অ্যান্টিবডি ইনজেকশনের প্রভাব ন্যূনতম চার মাস পর্যন্ত থাকবে।এরপরে এই ইনজেকশনের প্রভাব ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে থাকবে শরীর থেকে। এই গবেষণাটি করেছেন আইসল্যান্ডের দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী গলিট অলটার এবং রবার্ট সেইডর।নিউইংল্যান্ড জার্নাল নামে এক পত্রিকায় দাবি করা হয়েছে প্রায় ৩০, ৫০০ করোনা রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছে।এই পরীক্ষায় উৎসাহজনক পরিণাম সামনে এসেছে।এই পত্রিকায় জানানো হয়েছে এন্টিবডি ইনজেকশনে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এই ইনজেকশনের জেরে করোনার ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই করা যায়। এমনটা একটা বড় উপলব্ধি হতে পারে। আইসল্যান্ডে এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে করোনা সংক্রমণ এবং এন্টিবডি ইনজেকশন দুই ধরনের এন্টিবডি ধারা তৈরি করে। প্রথম ধারা স্বল্প সময়ের জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্লাজমা সেল থেকে নিঃসরণ হতে থাকে।কিন্তু করোনায় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে এটা কার্যকারি ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ।দ্বিতীয় যে ধারা উৎপন্ন হয় তা করোনায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সমর্থ হয়। মনে করা হচ্ছে এই গবেষণা আরও দীর্ঘায়িত হবে।সব রোগীর ওপর একই ভাবে এর প্রভাব পড়ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

করোনা আক্রান্ত কেবিসি সেটের দুই কর্মী

মুম্বাই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মারণ ভাইরাস হানা দিল কৌন বনেগা ক্রোড়পতির শুটিং সেটে। জানা যাচ্ছে, করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সেটের দুই কর্মী। সবরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরেও কিভাবে তাঁরা সংক্রমিত হলেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এক ছবি থেকেই ২১২ কোটি টাকা বিয়ন্সের

দ্য লায়ন কিং সিনেমার ''স্পিরিট'' গানটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। এই গানের মিউজিক ভিডিওতেই মরুভূমিতে সংগীতশিল্পী, গীতিকার, প্রযোজক, নৃত্যশিল্পী ও অভিনয়শিল্পী মা বিয়ন্সের হাত ধরল তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে ব্লু আইভি। এই ছবিতে কেবল গান গেয়েই ক্ষান্ত দেননি ৩৮ বছর বয়সী বিয়ন্সে। সিম্বার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ''নালা'' কথা বলেছে বিয়ন্সের কণ্ঠে। গান আর কণ্ঠ দেওয়া মিলিয়ে এই ছবি থেকে বিয়ন্সে মোটা অঙ্কের চেক পেয়েছেন। এই সিনেমা থেকে বিয়ন্সের আয় আপনাকে দ্য লায়ন কিং সিনেমার সিংহের গর্জনের কথাই মনে করিয়ে দেবে!

অবশ্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা যত টাকাই নিক না কেন, প্রযোজক ও পরিচালক জন ফ্যাভর্যুর পকেটে ঢুকেছে তার চেয়ে ঢের কয়েক গুণ। কেননা সিনেমাটি বানাতে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ২ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। আর এই ছবি দিয়ে সারা বিশ্ব থেকে আয় ১৪ হাজার কোটির বেশি টাকা। দ্য লায়ন কিং ২০১৯ সালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী ছবি। অন্যদিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী ছবির তালিকায় এটি নবম স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

বিয়ন্সে ছাড়াও ইংরেজি ভার্সনে কণ্ঠ দিয়েছেন ডোনাল্ড গ্লোভার, জেমস আর্ল জোনসসহ আরও অনেকে। আর হিন্দি ভার্সনে সিম্বা আর মুফাসা কথা বলেছে শাহরুখ খান ও শাহরুখপুত্র আরিয়ানের কণ্ঠে।হলিউড রিপোর্টারের প্রতিবেদন অনুসারে কেবল ''নালা''র গলায় কথা বলার জন্য বিয়ন্সে গুনেছেন ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১২৭ কোটি টাকার বেশি। আর ''স্পিরিট'' গানের জন্য তাঁর অ্যাকাউন্টে যোগ হয়েছে আরও ১০ মিলিয়ন ডলার বা আরও ৮৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে এক ছবি থেকেই প্রায় ২১২ কোটি টাকা নিয়েছেন বিয়ন্সে। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য অনুসারে, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক গোনা শিল্পীদের একজন বিয়ন্সে। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ বাংলাদেশি অর্থমূল্যে ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সমান। ''পয়সাওয়ালা'' মার্কিন নারীদের মধ্যে ২০১৮ সালে তাঁর অবস্থান ছিল ৫৩তম আর ২০১৯ সালে ৫১তম।

এবার জলদস্যু মার্গো রবি

মাত্র ২৯ বছর বয়সেই অস্ট্রেলীয় এই অভিনয়শিল্পী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক নিজেকে হলিউডের সবচেয়ে পারিশ্রমিক গোনা একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পাঁচটি বাফটা অ্যাওয়ার্ডজয়ী, দুটি অস্কার মনোনয়ন পাওয়া এই হলিউড তারকা আর কেউ নন, তিনি মার্গো রবি। নতুন 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান' সিনেমায় মুখ্য চরিত্রে এবার দেখা দেবেন ২০১৯ সালের 'ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড'খ্যাত এই তারকা।মার্গো রবি শেষবার দেখা দিয়েছেন 'বার্ডস অব প্রে' সিনেমায়। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন ক্রিস্টিনা হাডসন। আর নতুন 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান' ছবির চিত্রনাট্যও তিনিই লিখবেন। তবে ডিজনি ফ্রাঞ্চাইজির 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান' ছবিগুলো থেকে এই ছবি একদম ভিন্ন, আর নতুন। এখানে বেশ কিছু নতুন চরিত্রও থাকবে। জেরি ব্রুখেইমার, যিনি এই সিরিজের আগের ছবিগুলো প্রযোজনা করেছেন, নতুন ছবিটির প্রযোজনার ভারও তাঁর কাঁধে। এই প্রযোজক এর আগে মার্গো রবির একাধিক ছবিও প্রযোজনা করেছেন।

২০০৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত 'পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান'-এর সব কটি ছবিতেই ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো হয়েছেন জনি ডেপ। তবে জনি ডেপের বিরুদ্ধে মাতাল হয়ে সাবেক স্ত্রীকে নির্যাতনের মামলা আসায় খানিকটা বিতর্কিত হয়ে পড়েন তিনি।

তা ছাড়া সর্বশেষ 'ডেড মেন টেল নো টেলস' ছবিটি সিরিজের আগের ছবিগুলোর তুলনায় আশানুরূপ ব্যবসা না করায় জনি ডেপকে এই ছবির পরের কিস্তির জন্য নতুন করে ভাবছেন না প্রযোজকেরা; বরং এই সিরিজই আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুনভাবে সামনে আসবে আর সেখানে জলদস্যু হবেন একজন নারীমার্গো রবি।

টাইম ম্যাগাজিন অনুসারে, ২০১৯ সালেও যিনি বিশ্বের সেরা প্রভাবশালী ১০০ নারীর নামের তালিকায় স্থান করে নিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে মার্গো হলিউডের ব্যস্ততম তারকাদের একজন। মার্গো রবিকে এরপর দেখা যাবে 'পিটার র‍্যাবিট টু: দ্য রানওয়ে' ও 'দ্য সুইসাইড স্কোয়াড'ছবিতে। এর আগে 'দ্য সুইসাইড স্কোয়াড' ছবিতে অভিনয় করে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন তিনি।

জাস্টিন বিবারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

দুজন নারী সংগীত তারকা জাস্টিন বিবারের বিরুদ্ধে টুইটারে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের একজনের নাম 'ড্যানিয়েল' (ছদ্মনাম) ও আরেকজন 'সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার' কাদি। ড্যানিয়েল নামহীন এক অ্যাকাউন্ট থেকে ২০১৪ সালে ধর্ষণের অভিযোগ এনে সব ঘটনা পোস্ট করেছেন। অন্যদিকে কাদি তাঁর নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে ড্যানিয়েলের ঘটনা শেয়ার করে নিজের সঙ্গে ২০১৫ সালে ঘটে যাওয়া সেই ধর্ষণের ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। ইতিমধ্যে অনেকে বিবারকে বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। বিবার এ নিয়ে এখন পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেননি।ইনস্টাগ্রামে কাদির ফলোয়ার ২ লাখ ১৪ হাজার। 'আমি ড্যানিয়েলকে বিশ্বাস করি' বলে কাদি ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে:'২০১৫ সালের ৪ মে, সন্ধ্যা। বিবারের গানের আর দশটা ভক্তের মতো আমিও সেদিন নিউইয়র্কে, বিবারের হোটেলে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। আর একটা ছবি তুলতে। ৪ মে সন্ধ্যা থেকে ৫ মে সকাল পর্যন্ত আমি বিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করি। হোটেলের বাইরে বিবারের বডিগার্ড মিকি আরানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মিকি আমাকে বলে যে আমি আকর্ষণীয়, ওর নম্বর আমাকে দেয় (আমারটা নেয়নি)। আর চলে যায়। বেলা আড়াইটার দিকে মিকি আমাকে বিবারের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যায়। সেখানে আমিসহ আরও পাঁচজন নারী ছিলেন, আর তিনজন পুরুষ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন অভিনেতা কাইলি মাসেই আর সম্ভবত বিবারের হেয়ারস্টাইলিস্ট ফ্লোরিডা।'জাস্টিন বিবার।কাদির বক্তব্য অনুসারে ওই দিন কাদি বিবারের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলা শুরু করেন। কারণ, কাদি জানতেন, বিবার একটু একটু ফরাসি পারেন। তখন বিবার কাদিকে 'স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না' জানিয়ে আরও কাছে আসতে বলেন। এরপর কাদি বিবারের বেডরুমের বাঁ পাশের বিশ্রামঘরে যান। বিবার কাদিকে অনুসরণ করে তাঁর বিশ্রামঘরে যান ও দরজা লাগিয়ে দেন। কাদি দরজা লাগানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে বিবার বলেন, 'বলছি।' এরপর বিবার কাদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাদির দাবি, একপর্যায়ে ধর্ষণ করেন। কাদি বিবারকে লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘরে ফিরে এ ঘটনা কাদি তাঁর বোনের সঙ্গে শেয়ার করেন। বোন তাঁকে বলেন যে এ ঘটনা যদি সবাই জেনে যায়, সেটা তাঁদের পরিবারের জন্য মারাত্মক অসম্মানজনক। আর বিবারও ক্ষমতাশালী, তাঁদের ক্ষতি করতে পারেন। এসব বলে কাদির বোন এ ঘটনা কাউকে না বলতে পরামর্শ দেন।কাদি এ ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে থাকেন। ওই বছরেরই ৬ জুন কাদি টুইটারে বিবারকে ট্যাগ করে লেখেন, 'বিবার, তুই যেখানেই থাকিস, আমি তোকে দেখে নেব।' টুইটের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা হুমকি ও মৃত্যুপরোয়ানা আসতে থাকায় কাদি দ্রুত সেই টুইট ডিলিট করেন। দীর্ঘদিন পর ড্যানিয়েলের বিবৃতি আসার পর সেটি শেয়ার করে কাদির সঙ্গেও যে এমনটা ঘটেছিল, তা বিশ্বকে জানিয়ে দেন।কাদি। নামহীন এক টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে অন্তর্জালের দুনিয়ায় ভেসে ওঠে এক বিবৃতি, 'ধরুন, আমার নাম ড্যানিয়েল। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ। বন্ধুদের সঙ্গে আমি বিয়ার গার্ডেনের ব্যাংগার্স সসেজ হাউসে স্কুটার ব্রাউনের ইভেন্টে বিবারের গান শুনতে গিয়েছিলাম। বিবার বেশ কয়েকটি গান গাইল। কিছু গান বিবারের তৎকালীন প্রেমিকা সেলেনা গোমেজকে উৎসর্গ করে। এর মধ্যে একজন এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা শো শেষে বিবারের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী কি না।

আমরা বললাম, ''অবশ্যই''। তারপর তাঁর সঙ্গে আমি আমার দুই বন্ধুকে নিয়ে ফোর সিজনস হোটেলে যাই। বিবার তখন ওই হোটেলে ছিল। আমরা তিন বন্ধু বসে ছিলাম। একজন কেবল আমাকে বিবারের ঘরে নিয়ে যায়।আমার তখন ২১ বছর বয়স, বিবারের ২০।তারপর সেখানেই বিবার আমাকে প্রথমে কাউকে কিছু না বলার জন্য হুমকি দেয়, ভয় দেখায় ও ধর্ষণ করে। আমি শারীরিক, মানসিক যন্ত্রণায় আর বন্ধুদের চিন্তায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। বের হয়েই আমি বন্ধুদের সঙ্গে ও আমার পরিবারের সঙ্গে এ ঘটনা শেয়ার করি। আর বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম আমার সব যন্ত্রণা।'ইতিমধ্যে এ ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়ে গেছে নতুন বিতর্কের ঝড়। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। খুঁজে বের করা হচ্ছে, কে এই ড্যানিয়েল।

সোনম কাপুরের 'বোকা' বিবৃতিগুলো

নেপোটিজম নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকা তারকাদের একজন ৩৫ বছর বয়সী সোনম কাপুর। সম্প্রতি তিনি ইনস্টাগ্রামে 'আমি যা তা আমার বাবার জন্যই, আমার ''পূর্বজন্মের কর্ম'' আমাকে আমার বাবার সন্তান করেছে'এ রকম একটি পোস্ট করে নতুন করে সেই বিতর্কে ঘি ঢেলেছেন। দেখে নেওয়া যাক সোনম কাপুরের সবচেয়ে 'বোকা' বিবৃতিগুলো।'যে রিয়েলিটি শোগুলো সবচেয়ে বাজে, সেগুলোর টিআরপি সবচেয়ে বেশি।' সোনমের এই বিবৃতি একসময় ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে। সোনম কাপুর নিজেকে বিশ্বের সেরা ফ্যাশন আইকন ভাবেন। ফ্যাশনের ক্ষেত্রে উপদেশ দিতে তাঁর জুড়ি নেই। 'কফি উইথ করণ' শোতে পরিনীতি চোপড়াকে উদ্দেশ করে সোনম বলেন, 'টাইট পোশাক পরবে না।' বলিউড তারকাদের অনেকেই তখন কে কী পরবে, সোনমকে সেটি নির্ধারণ করে দিতে নিষেধ করেন। সোনম কাপুর। কিন্তু তাতে ক্ষান্ত দেননি তিনি। এরপরও বলেছেন, 'ভারতীয় পুরুষদের ফ্যাশন সেন্স বলতে কিচ্ছু নেই।' তাহলে ঋতিক রোশন, রণবীর সিং, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শাহরুখ খান, জন আব্রাহাম বা শহীদ কাপুরের ফ্যাশন সেন্স বলে কিছু নেই? ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা বা করণ জোহরেরও না! যা-ই হোক, এরপর সোনম বলেছেন, 'বিদ্যা বালানের উচিত নিজের সঙ্গে মানানসই পোশাক পরা আর দীপিকার এখন মানুষের ফ্যাশন কপি পেস্ট করা বন্ধ করে নিজের ফ্যাশন সেন্স তৈরি করার সময় এসেছে।'

ঐশ্বরিয়াকে বলেছেন, 'আন্টি ফ্রম অ্যানাদার জেনারেশন।' বলেছেন, 'যারা দেখতে সুন্দর না, তারাই আর্ট ফিল্মে অভিনয় করে।' কঙ্গনা রনৌত যেবার তৃতীয়বারের মতো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন, সেবার সোনম বললেন, 'যারা দেখতে ভালো না, তারাই ভালো অভিনেত্রীর তকমা পায়।' এভাবেই বলিউডের একাধিক নারী তারকার সঙ্গে সম্পর্কটা নিজ দায়িত্বে 'সাপে-নেউলে' করেছেন সোনম। এই শোতেই সোনমকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'চোখের বদলে চোখ বিশ্বটাকেই অন্ধ করে দেবে'এই কথা কে বলেছেন? সোনমের চটপট আত্মবিশ্বাসী উত্তর, 'রবার্ট ডি নিরো!'

ব্র্যাড পিট আলিয়ার প্রেমিক নন, শুধুই বন্ধু

একটু পুরোনো কাসুন্দি না ঘাঁটলেই নয়। ২০০৫ সাল থেকে ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলির প্রেম। তাই জেনিফার অ্যানিস্টোনের সঙ্গে পাঁচ বছরের সংসার তড়িঘড়ি করে ইতি টেনে ২০০৬ সাল থেকে এক ছাদের নিচে বসবাস ব্র্যাঞ্জেলিনার। তারপর, ২০১৪ সালে ছয় সন্তানের অনুযোগে বিয়ে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জোলি বিচ্ছেদের আবেদন করলেন। নানা তদন্ত, অনুসন্ধান শেষে ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যাঞ্জেলিনা আলাদা হয়ে হলো ব্র্যাড পিট আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। খুব সংক্ষেপে এই হলো প্রেক্ষাপট। পিট 'সিঙ্গেল' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন মিডিয়ায় একের পর এক নারীদের জড়িয়ে পিটের সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন। জোর গুঞ্জন উঠল ৫৬ বছর বয়সী ব্র্যাড নাকি মন দেওয়া—নেওয়া করছেন ৩১ বছর বয়সী মার্কিন অভিনয়শিল্পী দ্য ফাইনাল গার্লস, ব্লেজ, অ্যানিম্যালস, দ্য সার্চ পার্টিখ্যাত আলিয়া শওকতের সঙ্গে। বিচ্ছেদের পর ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দুজনকে একসঙ্গে দেখা যায় 'আ প্লে ইজ আ পোয়েম' শোতে। শো শেষে দুজন একসঙ্গেই বের হয়েছেন। আবারও এই জুটিকে একসঙ্গে দেখা যায় একটা ছবির প্রদর্শনীতে।

সেখান থেকে তোলা এই দুজনের ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ব্যস, সিঙ্গেল পিটের সঙ্গে আলিয়াকে জড়িয়ে খবর ছড়াতে দেরি হয়নি। সম্প্রতি আলিয়া এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। ফক্স নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে আলিয়া বলেন, 'না, আমি আর পিট প্রেম করছি না। হ্যাঁ, আমরা শুধুই বন্ধু। পিটের সঙ্গে দুদিন ঘুরতে গেছি আর কী সব নিউজ হচ্ছে। আমি এসব খবর দেখে আশ্চর্য আর বিমর্ষ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে, আমি বস্ত্রহীন আর স্কুলের সবাই আমাকে দেখছে।'

আলিয়ার এক কাছের বন্ধু জানিয়েছেন, আলিয়ার বাসা থেকে পিটের বাসা ১০ মিনিটের দূরত্বে। তাই তাঁরা একসঙ্গে মাঝেমধ্যে বের হন। হাঁটতে বা গল্প করতে।আলিয়া ক্যারিয়ার শুরু করেন ১৯৯৯ সালে। মাত্র ১০ বছর বয়সে থ্রি কিংস ছবিতে অভিনয় করেন তিনি। পরে করেন বার্ট গট আ রুম, দ্য লাই, দ্য অরেঞ্জেস, দ্যাটস হোয়াট শি সেইড, দ্য এন্ড অব লাভ, দ্য টু ডু লিস্ট, গ্রিন রুম সিনেমাগুলো। ছোট পর্দার নতুন সিরিজ দ্য ওল্ড ম্যান-এ দেখা যাবে তাঁকে। আলিনা মার্কিন অভিনেতা পল ব্রুকের নাতনি।

মায়ের করোনা টেস্ট রিপোর্টে আমিরের স্বস্তি

'হ্যালো সবাইকে, খুব স্বস্তির সঙ্গে সবাইকে জানাচ্ছি যে আম্মি কোভিড নেগেটিভ। দোয়া ও শুভ কামনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এই মন্তব্য বলিউড তারকা আমির খানের। আজ বেলা ২টা ১১ মিনিটে তিনি এই খবর জানান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে আমির খান একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করেন। সেখানেই তিনি জানান যে তাঁর কয়েকজন কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত। করোনায় আক্রান্ত কর্মীদের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ বলে জানান ৫৫ বছরের এই অভিনেতা। তবে এই পোস্ট করার সময় তিনি তাঁর মাকে করোনা পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জানান, তাঁর মায়েরও করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্নও ছিলেন তিনি। তবে এখন তিনি অনেকটা স্বস্তিতে। মায়ের কোভিড রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।আমির খান আরও জানিয়েছিলেন, তাঁর কয়েকজন কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর গোটা পাড়াকে সংক্রমণমুক্ত করা হয়েছে। বিএমসির কর্মীরা এই বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলেও জানান তিনি। সব রকমভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান আমির।আমির খানের বাড়িতে তাঁর মা, স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ে আছে। ২০০৫ সালে চিত্রপরিচালক কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির খান। তাঁর ও কিরণের ঘরে আজাদ নামের একটি শিশুপুত্র আছে। এ ছাড়া আগের স্ত্রী রিনা দত্তের সঙ্গে তাঁর আরও একটি মেয়ে ও একটি ছেলে আছে। আমির ও রিনার মেয়ের নাম ইরা এবং ছেলের নাম জুনায়েদ।এর আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'লাল সিং চাড্ডা' ছবিতে কারিনা কাপুর খানের চরিত্রের একটি স্থিরচিত্র প্রকাশ করেছিলেন।

দুই দিনের সফরে লাদাখে সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে প্যাংগং ঝিলের দক্ষিণ দিকে একাধিক পর্বত শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ফলে দুই দেশের মধ্যে সামরিক পর্যায় উত্তেজনার চরম আকার ধারণ করেছে।পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার সকালে লাদাখে এসে পৌঁছেছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারওয়ানে। প্যাংগং ঝিলের দক্ষিণ দিকের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন সেনাপ্রধান। জানা গিয়েছে প্যাংগং ঝিল সহ একাধিক এলাকায় পরিদর্শনের যেতে পারেন সেনাপ্রধান।সেখানে মোতায়েন থাকা

সেনা কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তিনি। ২৯ ও ৩০ আগস্ট চিনা আগ্রাসন রুখে দিয়েছিল ভারত। এরপরই সেনাপ্রধানের লাদাখ সফর।

সেনাপ্রধানের এই সফর সেখানে মোতায়েন থাকা সেনা জওয়ানদের মনোবল অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে।

যদিও দুই দেশের সামরিক পর্যায়ে বৈঠকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেনাপ্রধান।

মনে করা হচ্ছে প্যাংগং ছিলে দক্ষিণ দিকে থাকা শৃঙ্গগুলিতে যেখানে ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর কোন দেশের সেনা যেত না। সেইসব শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করেছে ভারত। এতে করে কৌশলগত দিক থেকে চিন থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে গিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।চিনের যে কোন হামলার যোগ্য উত্তর দিতে আর কোনো অসুবিধা হবে না ভারতের।

করোনায় গণহারে পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা বৃহস্পতিবার আগরতলায় এভাবেই প্রতিটি বাড়ি বাড়ি যান।ছবি- নিজস্ব।

১০ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৩২৮ জনের, সংক্রমিত ২,৯৭,০১৪

ইসলামাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা খানিকটা ভাবিয়ে তুলছে ইমরান খান সরকারকে। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৪ জন।

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ০১৪-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৬,৯৮৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৯৮,২৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৬,৩৪০, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৬৮৯, বালোচিস্তানে ১২,৯৩৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৯৩৫ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৩০৫।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৩২৮ জনের।

ভারতবিরোধী পদক্ষেপ নিতে গিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে মুখ পুড়ল পাকিস্তানের

নিউইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করতে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে জোর ধাক্কা খেলো চিন এবং পাকিস্তান।কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকদের নামে সন্ত্রাসবাদী তকমা আরোপ করার চেষ্টায় নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারস্থ হয়েছিল ভারতের এই দুই প্রতিবেশী। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অস্থায়ী সদস্য জার্মানি ও বেলজিয়াম প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। ভারতীয় নাগরিক অঙ্গারা আপ্পাজী এবং গোবিন্দা পট্টনায়ককে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নম্বর ধারায় সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য আবেদন করেছিল পাকিস্তান। এতে সায় দেয় চিন। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সেই আবেদন খারিজ করে দেয় নিরাপত্তা পরিষদ।

এর আগে বেণু মাধব এবং অজয় মিস্ত্রিকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত ও আরোপিত করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান।কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো প্রদান করে দেওয়ায় সেবারও ব্যর্থ হয় চিন ও পাকিস্তানের অনৈতিক ইচ্ছা।আসলে যুদ্ধে দীর্ণ আফগানিস্থানে উন্নয়নমূলক কাজ করা থেকে ভারতকে বাধা দিতেই এমন প্রচেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পাকিস্তানের এই ব্যর্থতায় খুশি ভারত।

লিখিতভাবে প্রশ্ন করা যাবে বলে জানালো সংসদ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংকটকালের মধ্যে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে করোনা বিধি মেনেই এই অধিবেশন শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। করোনা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য এবারের বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিরোধীদের চাপে পড়ে অবশেষে কিছুটা হলেও পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর পর্ব না থাকলেও লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে এবং উত্তর পাওয়া যাবে লিখিতভাবেই।বৃহস্পতিবার সংসদের তরফ থেকে নোটিফিকেশন জারি করে জানানো হয়েছে, রাজ্যসভায় এইবার প্রশ্নোত্তর পর্ব না থাকলেও সদস্যরা লিখিতভাবে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারবেন।জবাব লিখিতভাবে মিলবে।

বুধবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছিলেন, অধিবেশন কক্ষের ভেতরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চর্চা করতে সরকার প্রস্তুত। অন্যদিকে বিরোধীদের তরফ থেকে প্রশ্নোত্তর পর্ব না রাখার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তোলা হয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে অবশেষে এই নোটিফিকেশন জারি করতে বাধ্য হল কেন্দ্র।

করিমগঞ্জের আন্তর্জাতিক সীমান্তে তিনটি বাছুর উদ্ধার বিএসএফের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশ পাচারের পথে তিনটি বাছুর (গরু) উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। উদ্ধারকৃত তিনটি বাছুরের ভারতীয় বাজার মূল্য ৪৫ হাজার টাকা বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলা আন্তর্জাতীক সীমান্তবর্তী বিলবাড়ি এলাকায় বুধবার গভীর রাতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী রুটিন টহলদারি চালানোর সময় ওপারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া তিনটি বাছুর উদ্ধার করে। তবে গোশাবক উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও রাতের অন্ধকার ও গভীর জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে তিন পাচারকারী বিএসএফের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত বাথুরগুলো পাথারকান্দি পুলিশের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে। বিগত পাঁচ থেকে ছয় মাস ধরে ভারত-বাংলাদেশ ঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে গরু পাচারকারীদের দৌরাত্ম্য বেজায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রতি রাতেই সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী গৃহস্থদের হালের গরু, দুধের গাভী চোরের দল নিয়ে পাচারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর পাচারকারীরা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশের ঢিলেঢালা টহলদারির সুযোগ নিয়ে অনায়াসে এপার থেকে ওপারে গরু পাচার কার্য বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছে। গরু পাচার রুখতে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর টহলদারি আরও কঠোর করার দাবি জানিয়েছেন সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকগণ।

করোনা আক্রান্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিক

মুম্বাই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। বিসিসিআই-র এক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে, এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের করোনার লক্ষ্মণ দেখা গিয়েছে। তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। যদিও এও বলা হয়েছে তিনি বোর্ডের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

আইপিএল হবে তিনটি শহরে, দুবাই, আবুধাবি ও শারজা। প্রতিটি দলের কাছে বোর্ডের তরফে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এমনকি আরবের ক্রিকেট প্রশাসনও সদাসতর্ক। ওই দেশে করোনা সেভাবে থাবা বসাতে না পারলেও আচমকা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে যাতে না যায়, তার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে ক্রিকেটারসহ খেলার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সদস্যকেই। প্রসঙ্গত, করোনা থাবা প্রথম বসিয়েছিল চেন্নাই শিবিরে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সব ফ্রাঞ্চাইজি দল যখন ঘর থেকে সরাসরি বিমান ধরেছে, সেইসময় ধোনিরা কেন আলাদাভাবে শিবির করতে গেলেন? ওই সময়ই যে করোনাভাইরাস বংশবিস্তার করেছে, সেটিও জানা গিয়েছে। চেন্নাইয়ের মোট ১৩জন সদস্য কোভিড-১৯-র শিকার হয়েছিলেন। যদিও সিএসকে (চেন্নাই সুপার কিংস) সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানান, “করোনা নিয়ে আমাদের দারুণ প্রতিরোধ নেওয়া হয়েছে। সেই জন্য সংখ্যাটি আর বাড়েনি।” কিন্তু আবার এও ঠিক, বিসিসিআই-র কাছে সিএসকে নিয়ে অন্যান্য ফ্রাঞ্চাইজি দলগুলি চিঠি দিয়ে নালিশ জানিয়েছে। এই বিষয়ে মুখ্য আধিকারিক বলেন, “আমরা কারোর রিপোর্ট পজিটিভ পেলে তাকে ১৪ দিনের হোম আইসোলেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই ওই সময়ের পরে তার রিপোর্ট স্বাভাবিকভাবেই নেগেটিভ এসেছে। তাই কাউকেই বাড়তি আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।”

জিডিপি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (হি. স.): জিডিপির পতন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।কেন্দ্রের ক্রমাগত ভ্রান্ত নীতি এবং খারাপ সিদ্ধান্তের কারণে বিগত ৭৩ বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। সাধারণ মানুষ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোদী সরকারের বিমুদ্রাকরণ, লকডাউন এবং জি এস টি- কে ডিজাস্টার কটাক্ষ বলে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, বিগত ৭৩ বছরের মধ্যে প্রথমবার অর্থব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের কোমর ভেঙে গিয়েছে। গোটা দেশে আর্থিক ধ্বংসের দৃশ্য অবলোকন করা যাচ্ছে।কর্মহীনদের পাশাপাশি নতুন করে কাজ হারাচ্ছে বহু মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থিক গতিবিধি নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।বিগত ছয় বছরে একটার পর একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দেশের অর্থনীতি ডুবতে বসেছে।দৈব কারণ দেখিয়ে এখন মোদী সরকার নিজের মুখ বাঁচাচ্ছে।যদি মহামারী দৈব ঘটনা হয়ে থাকে তবে ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে অর্থনীতিতে যে উদাসীনতা সরকার দেখিয়েছে তাকে কোনোভাবেই আড়াল করা যাবে না। জনগণের বিশ্বাস সরকারের প্রতি আর নেই।

তিনি আরও বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোগপতিদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তারা বলবে যে এখনও ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ পাইনি।ফলে এমন পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। বাণিজ্যিক গতিবিধি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার যে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তা এই ডুবন্ত অর্থনীতিকে তুলতে পারবেন না বলে মনে করে কংগ্রেস।

প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করতে চাইছে কেন্দ্র, দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা সংকটের মধ্যেই আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সংসদের অধিবেশন শুরু হবে।কিন্তু এবারের সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব না রাখার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। জবাবদিহি করা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সংসদের অধিবেশন থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোদী সরকার প্রজাতন্ত্র এবং সংসদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করতে চাইছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা।

বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, সুরক্ষার নাম করে সরকার নিজের দায়িত্ব থেকে পালাতে চাইছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করার জন্য সরকার মহামারীকে ঢাল করতে চাইছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য এই পথে হেঁটেছে সরকার।মোদী সরকার চিনা আগ্রাসন, জিডিপির ঐতিহাসিক পতন, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বস্তি বোধ করছে। নিজেদের স্বার্থে দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে কেন্দ্র।চক্রান্ত করেই সংসদের ওপর এই ধরনের আঘাত হানা হচ্ছে।

অসমের বিজেপি সাংসদ তপন গগৈ কোভিড পজিটিভ

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন উজান অসনের অন্তর্গত যোরহাটের সাংসদ তপন গগৈ। আজ বৃহস্পতিবার অ্যান্টিজেন টেস্টে তাঁর শরীরে মারত্মক করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। পজিটিভ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংসদ গগৈকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে। তপন গগৈ তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এই খবর জানিয়েছেন। ফেসবুকে সাংসদ লিখেছেন, ‘আজ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে আমি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছি। এই কয়দিন আমার সঙ্গে যাঁরা যোগাযোগ করতে এসেছিলেন তাঁদের সকলকে কোভিড টেস্ট করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।’ এছাড়া রাজ্যের সর্বস্তরের সকলকে স্বাস্থ্য বিভাগের নীতি নির্দেশনা মেনে সজাগ ও সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন সংসদ তপনকুমার গগৈ।

অসমের ভারত-ভুটান সীমান্ত জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ হাতির মৃতদেহ উদ্ধার

চিরাং (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এর অন্তর্গত চিরাং জেলার ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকার জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ একটি বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পার্শবর্তী মানস জাতীয় উদ্যান থেকে হাতিটি বেরিয়ে এসেছিল। বুনো হাতিটির বয়স ৪০-এর কাছাকাছি হবে বলে বন আধিকারিকরা অনুমান করছেন। হাতিটির শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃতদেহের পাশে দুটো খালি কার্তুজও উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা।

এ সম্পর্কে চিরাংয়ের ডিফিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) ব্রহ্মানন্দ পাতিরি জানান, মঙ্গলবার রাতে হাতিটিকে গুলি করে দুষ্কৃতীরা মেরেছে, বুধবার দুপুর নাগাদ এই খবর প্রকাশ্যে আসে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় মানস জাতীয় উদ্যানে। সেখান থেকে পশু ডাক্তারের একটি দল গিয়ে মৃত হাতিটির ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে। গতকাল রাতেই বন বিভাগের তরফে হাতিটিকে অকুস্থলে কবরস্থ করা হয়।

ডিএফও পাতিরি বলেন, এই হাতিটিকে মারার পেছনে হাতির দাঁতের ব্যবসা কিংবা হাতির অঙ্গ ব্যবসার সঙ্গে কেউ জড়িয়ে আছে। কে বা কারা, কেন হাতিটিকে মেরেল তা জানতে তদন্তে নেমেছে বন বিভাগ। এ ব্যাপারে পুলিশের সাহায্যও নেওয়া হবে। এদিকে মানস জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে আসা হাতিটিকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যার ঘটনায় চিরাং জেলার পাশাপাশি ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) এলাকার বাকসা জেলায় গত কয়েকদিন আগে চোরাশিকারির হাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে একটি বুনো হাতির। দুষ্কৃতীর দল নৃশংসভাবে কেটে নিয়েছিল হাতিটির দাঁত আর শুঁড়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছিল ৩০ আগস্ট। তবে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বন আধিকারিকরা যৌথ অভিযান চালিয়ে হাতির চারটি দাঁত সমেত দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছেন।

১০ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,৩২৮ জনের, সংক্রমিত ২,৯৭,০১৪

ইসলামাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা খানিকটা ভাবিয়ে তুলছে ইমরান খান সরকারকে। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৪ জন।

বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ০১৪-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৬,৯৮৩ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৯৮,২৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৬,৩৪০, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৬৮৯, বালোচিস্তানে ১২,৯৩৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৯৩৫ এবং আজাদ কাশ্মীরে ২,৩০৫।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬,৩২৮ জনের।

পূর্ব লাদাখের সীমান্তে চিনা বায়ুসেনার গতিবিধি বৃদ্ধি, তৎপর ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): কখনো লাদাখ তো কখনো আখশাই চিন। তিব্বত থেকে শুরু করে সিকিম বা ডোকালাম চিন নিজের আগ্রাসন দেখিয়েছে বারে বারে চিন।

সেই কারণেই ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত ও চিনের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধমুখী। চলতি বছরের মে মাস থেকে এখনো পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৯৬২ সালের প্যাংগং ঝিলের দক্ষিণ দিকের সেইসব পর্বত শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করে নিয়েছে ভারত যেখানে দুই দেশের সেনা কখনো যায়নি।এই শৃঙ্গগুলি নিজেদের দখলে নিয়ে নেওয়ার ফলে কৌশলগতভাবে চিন থেকে এগিয়ে গেল ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক গোপন তথ্য জানা গিয়েছে এই সকল এলাকায় ভারতের বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিরোধ না করেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে চিন। তাই সংশ্লিষ্ট চিনা কমান্ডারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বেড়েছে বেজিংয়ের অভ্যন্তরে।বৃহস্পতিবার সকালে এলএসির গালওয়ান উপত্যকার ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৬ টি চিনা যুদ্ধবিমানের গতিবিধি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

এরপরই পাল্টা ভারতীয় বায়ুসেনা যুদ্ধবিমান পাঠায়।এলএসিতে দুই দেশের সেনা এবং বায়ুসেনা নিজেদের গতিবিধি বাড়িয়েছে। উল্লেখ করা যায় ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ প্রায় ছয় দশকের পুরনো একটি সমস্যা।এর সমাধান করতে বহুবার ভারত উদ্যোগ নিলেও চিন কখনো তৎপর হয়নি। তাই বরাবরই লালফৌজের বিরুদ্ধে সীমান্ত পেরোনোর অভিযোগ বারেবারে উঠেছে।

২৯/৩০ আগস্টের মধ্যরাতে প্যাংগং এর দক্ষিণ দিকে থাকুগ শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করে নিয়েছিল ভারত। এছাড়াও আরও একাধিক শৃঙ্গ নিজেদের দখলে করেছে ভারত বলে জানা গিয়েছে।

দুরন্ত করোনা, সাপ্তাহিক লকডাউনে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য হাট, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

পাথারকান্দি (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ দুরন্ত গতিতে চলছে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি পাথারকান্দিতেও। করোনার শৃঙ্খল ভাঙতে গোটা বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে কাছাড় হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় চলছে লকডাউন। পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে সংক্রমণের হার দ্রুতহারে বেড়ে চললেও এক শ্রেণির মানুষের বেপরোয়া গতিবিধি এবং স্বাস্থ্য বিভাগের চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হচ্ছেন জনতা। সরকারি নিয়ম ও নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি সপ্তাহিক হাট বন্ধ থাকায়র কথা। কিন্তু তা মানছেন না অনেকে। ফলে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যা ভাবে বসছে হাটবাজার।

এ সব বাজার থেকে সরকারি ভাবে কোনও খাজনা আদায়েরও খবর নেই। তবে কিছু কিছু বাজারে অবশ্যয় এই নিয়মের ব্যথতিক্রম দেখা যাচ্ছে। বাজারের ভিড়ে কাউকে সামাজিক দূরত্ব তো বটেই মুখে মাস্ক না লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। ফলে গণহারে করোনা রোগীর সংখ্যাম বাড়ছে। গত কয়দিনে বিশেষ করে সলগই বাজার সহ সংলগ্ন এলাকার শতকরা দশ শতাংশ মানুষের করোনার সংক্রমণ ঘটেছে বলে স্বাস্থ্যক বিভাগের এক সূত্রে প্রকাশ। এমন খবরে স্বাভাবিক ভাবে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। এত সবের পরও কিন্তু এলাকার বাজারগুলো বন্ধ করতে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন। এমন অভিযোগ এলাকার সচেতন মহলের। প্রাপ্ত তথ্যঅ মতে, গত কয়দিনে ব্যা পক হারে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহত্তর পাথারকান্দিতে। এ পর্যন্ত গোটা এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক লোক করোনায় আক্রান্ত হবার খবর রয়েছে। অনেকো কোভিড প্রটোকল মেনে না চলায় এই রোগের সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় বেপরোয়া মানুষকে লাগাম ধরতে প্রশাসন কেন হস্তক্ষেপ করছে না তা বিস্ময়কর বলে মনে করেন সাধারণ জনতা।

করোনায় আক্রান্ত তেজপুরের অগপ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী

তেজপুর (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : তেজপুরের বিধায়ক অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বৃন্দাবন গোস্বামী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আজ তাঁর দেহে করোনার পজিটিভ ধরা পড়েছে। চিকিৎসার জন্য তিনি গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে যাবেন জানা গেছে।

তেজপুরের উষানগরে অবসিত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়কের বাড়িতে আজ বৃহস্পতিবার তাঁর নিজের এবং তাঁর পত্নী লাবণ্য হাজরিকা গোস্বামী, রাঁধুনি হেমন্ত শইকিয়া এবং গাড়ি চালক নৃপেন বড়োর করোনা টেস্ট করা হয়। টেস্টের রেজাল্ট তাঁদের সকলের পজিটিভ আসে।

গত সপ্তাহে গুয়াহাটি থেকে তেজপুরে এসেছেন বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী। এখানে সে তিনদিন আগে জ্বরের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তাঁর শরীরে। আজ তাঁদের সকলের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বিধায়ক গোস্বামী ছাড়া অন্য কারোর দেহে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। এদিকে বিধায়ক সহ অন্যদের তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি হতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর চিকিৎসা গুয়াহাটিতে করাবেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

প্যাংগং ঝিলের ফিঙ্গার ফোর নিজেদের দখলে নিল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখের প্যাংগং ঝিলের উত্তর দিকে অবস্থিত ফিঙ্গার ফোর নিজেদের দখলে করল ভারতীয় সেনা।প্রায় চার মাস পর এই এলাকাটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে চলে এল। জানা গিয়েছে ফিঙ্গার ফোরের রিজ লাইনেও ব্যাপক সামরিক সমাবেশ করেছে ভারত।চিনের যেকোনও হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনাবাহিনী।চলতি বছরের মে মাসের প্রথম দিক থেকে ভারতের অধীনে থাকা প্যাংগং ঝিলের ফিঙ্গার ফোর থেকে এইট পর্যন্ত নিজেদের দখলে করে নিয়েছিল চিন। সেখানে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে সমাবেশ ঘটিয়ে ছিল তারা। মে মাসের আগে ফিঙ্গার এইটে চিনা সেনাবাহিনীর একটি চৌকি ছিল।

অন্যদিকে, ভারত ফিঙ্গার ফোরে পেট্রোলিং করতে আসত। ফিঙ্গার ফোর থেকে ফিঙ্গার এইটের দূরত্ব আট কিলোমিটার।এর মধ্যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সমরাস্ত্র মোতায়েন করেছিল লাল ফৌজ।ফিঙ্গার ফোর থেকে চিনা সেনা সমাবেশ প্রত্যাহারের জন্য একাধিক কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকের সরব হয়েছিল ভারত ও চিনের মধ্যে। এমনকি ওই জায়গায় বাফার জোন তৈরি করতেও সহমত হয়েছিল দুই দেশ। আলাপ-আলোচনার পর ফিঙ্গার ফোর থেকে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে নিলেও পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করে করছিল না চিন।অবশেষে চিন থেকে ফিঙ্গার ফোর নিজেদের দখলে করল ভারত। অন্যদিকে ফিঙ্গার ফাইভ এ ছয়টি ব্যাংকার ইতিমধ্যেই তৈরি করে রেখেছে লাল ফৌজ।পরিস্থিতি এখনও উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে।

শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শিক্ষামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে রায়সিনা হিলসে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। দুজনের মধ্যে সৌজন্যমূলক বৈঠক হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতিকে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন শিক্ষামন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, শিক্ষক দিবসের দিন ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।এর পাশাপাশি সৌজন্যমূলক বৈঠক হয়েছে।বৈঠকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক পুরস্কার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এর জন্মদিন উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এই দিবসের গুরুত্ব দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাশিয়ায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৪,৯৯৪ জন, মৃত্যু বেড়ে ১৭,৫২৮

মস্কো, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় আরও ১১৪ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাস। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১৪ জনের মৃত্যু পর রাশিয়ায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১৭,৫২৮-এ পৌঁছেছে। রাশিয়াতে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪,৯৯৫ জন। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা ১,০০৯,৯৯৫-এ পৌঁছেছে। সংক্রমণের নিরিখে রাশিয়া এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের মধ্যেই চতুর্থ স্থানে।

ইলেকশন ফাণ্ডে টাকা নেই তাই জিএসটি নিয়ে কান্নাকাটি করছেন, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৩সেপ্টেম্বর(হি. স.): 'ইলেকশন ফাণ্ডে টাকা নেই তো তাই জি এস টি নিয়ে কান্নাকাটি করছেন'। বৃহস্পতিবার এই মর্মেই রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও বেশকিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা জিএসটি বাবদ বকেয়া প্রাপ্য অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে।

বিগত কয়েক দিন ধরেই জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের চিঠিতে মমতা লেখেন, প্রত্যেক রাজ্যের যে বকেয়া জিএসটি তা দিয়ে দেওয়া হোক। অন্যথায় দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'ইলেকশন ফাণ্ডে টাকা নেই তো তাই জি এস টি নিয়ে কান্নাকাটি করছেন। খালি টাকা নেই টাকা নেই করছেন। কিন্তু বাংলার জন্য এখন ও কিছুই করতে পারেন নি। সে স্বাস্থ্য বা শিক্ষা হোক না কেন কিছুই করতে পারে নি। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা যাতে না হয় তার জন্য চক্রান্ত করছে। কত নিচে নামবে।'

রাজ্য বিজেপি সভাপতি অভিযোগ করে আরও বলেন, ' ৭৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী যে পরীক্ষায় বসতে পারলো না তার দায় সম্পূর্ণ মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। দফায় দফায় লকডাউন করে পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করার চক্রান্ত করেছেন। এর সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। কেনইবা পরিবহন চালু করার নোটিশ জারী করা হলো না আগের দিন।'

সবজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩সেপ্টেম্বর(হি. স.): বাজারে অগ্নিমূল্য আলু। একইসঙ্গে অন্যান্য সবজির দামও আকাশ ছোঁয়া। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়ী করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পেট্রোলের দাম বৃদ্ধিতে কেন্দ্রের দিকে আঙ্গুল তুললে, সবজি ও আলুর দাম বৃদ্ধি কেন হচ্ছে সেই জবাব রাজ্য সরকারকে দিতে হবে বলেও এ দিন জানান তিনি।

বেশ কয়েকদিন ধরেই আকাশছোঁয়া আলুর দাম। বাজারে আলু কিনতে গেলেই ছ্যাকা খাচ্ছে ক্রেতারা। শহরে বাজারে আলুর চড়া দামে কপালে ভাঁজ পড়ে ছিল ক্রেতাদের। ইতিমধ্যেই আলুর দাম বেঁধে দিয়েছে নবান্ন। কিন্তু তাতে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাম বেড়েছে আলুর। আর তাই বৃহস্পতিবার শহরের বাজারে আলুর দাম সরোজমিনে খতিয়ে দেখতে হানা ইবির। কথা বলেন বিক্রেতাদের সঙ্গে।কোন ব্যবসায়ী ২৭ টাকার বেশি দামে আলু বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। আধিকারিকরা জানান কোল্ড স্টোর থেকে ২২ টাকা দামে আলু বের হচ্ছে। খুচরা বাজারে তাই ২৭ টাকার বেশি আলুর দাম নেওয়া যাবে না।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পেট্রোলের দাম বাড়লে তৃণমূল রাস্তায় নেমে পড়ে। এখন তো আলু শাক সবজির দাম আকাশছোঁয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন? মোদীজি কি বাড়াচ্ছেন নাকি আলুর দাম? সবজির দাম বাড়ছে, রাজ্য সরকার কি করছে? সাধারণ মানুষের কাছে জবাব দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ শ্মশান হয়ে যাচ্ছে এটা সাধারণ মানুষের বোঝার দরকার আছে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষার দিন মেট্রো চালানোর অনুরোধ রাজ্যের

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের শহরে চাকা ঘুরতে চলেছে মেট্রোর। কিন্তু কবে থেকে চালু হবে মেট্রো সেসব নিয়ে বৃহস্পতিবার মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক ছিল রাজ্য সরকারের। আর সেই বৈঠকে নিট পরীক্ষার দিন মেট্রো কর্তৃপক্ষকে মেট্রো চালানোর অনুরোধ রাজ্যের।

সূত্রের খবর,১৩ সেপ্টেম্বর নিট পরীক্ষার দিন মেট্রো কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে রাজ্য সরকার। মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্যই ওই দিনটি মেট্রো চালানোর অনুরোধ জানিয়েছে রাজ্য। জানা যাচ্ছে , রাজ্যের অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছে মেট্রো। তবে, ওই দিন মেট্রোয় প্রতি ষ্টেশনের মাত্র দুটি করে গেট খোলা থাকবে। ভিড় এড়াতে স্টেশনের অন্য গেট বন্ধ থাকবে খবর সূত্রের। কবে থেকে সম্পূর্ণরূপে মেট্রো চলাচল করবে তা এখনও স্থির হয়নি। পরবর্তী বৈঠকে তা স্থির হবে বলে খবর। ইতিমধ্যেই করোনা পরিস্থিতিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মেট্রো।

সূত্রের খবর, প্রতি স্টেশনে বসানো হচ্ছে স্যানিটাইজেশন যন্ত্র জীবাণুমুক্ত করার জন্য। এমনকি মেট্রো স্টেশনে ঢোকার আগে থার্মাল স্ক্রীনিং করা হবে যাত্রীদের। তাপমাত্রা ঠিক থাকলে তবে ছাড়পত্র মিলবে স্টেশনে ঢোকার বলে খবর।

করোনা আবহে এবার টেস্ট ছাড়া ঢোকা যাবে না বিধানসভায়

কলকাতা,৩ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় কাবু শহর। যত দিন বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তবে , এবার করোনা সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচতে নয়া সিদ্ধান্ত বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে। বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে জানানো হয় এবার বিধানসভা ঢোকার আগে করতে হবে টেস্ট।

বৈঠকে জানানো হয়েছে, যাঁরা বিধানসভার কক্ষে প্রবেশ করবেন তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে প্রবেশ করতে হবে। মন্ত্রী থেকে বিধায়ক বিভাগের কর্মচারী,সাংবাদিক সকলকে বিধানসভায় প্রবেশের আগে টেস্ট করাতে হবে। এবার থেকে দুদিন বসবে বিধানসভা। বিধায়কের সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রেখে বসতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কোনও অতিথিকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সদস্যদের গাড়ি বিধানসভার ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

এদিন এই প্রসঙ্গে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় জানান, "এবার থেকে সবাইকে কোভিড টেস্ট করে ঢুকতে হবে। আমরা কোনওকম ঝুঁকি নিতে চাই না। ৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে দশটা থেকে বিকল পাঁচটা পর্যন্ত টেস্ট হবে। ৯ ও ১০ তারিখ সকালেও টেস্ট হবে। সেশন শুরু হবার ১০ মিনিট আগে ঢুকতে হবে সবাইকে"।

পুজোর সাত দিন আগে পুনরায় মহালায়া শোনানোর জন্য আকাশবাণীকে আবেদন পুরোহিতদের

কলকাতা, ৩সেপ্টেম্বর(হি. স.): দীর্ঘ উনিশ বছর পর ফের একবার মহালয়ার এক মাস পর দুর্গাপুজোর তিথি পরল।২০০১ সালে এইরকম মহালয়ার এক মাস পর দুর্গাপুজো ছিল। তাই এবারে ২০০১ সালের মতই দুবার মহালায়া শোনানোর জন্য আকাশবাণীর কাছে আবেদন করল বৈদিক পণ্ডিত ও পুরোহিত মহামিলন কেন্দ্র। উনিশ বছর আগে পুরোহিতদের সেই আবেদন মেনে দুবার শোনানো হয়েছিল মহালয়া। এই বছর ভাদ্র মাসে দু'টি অমাবস্যা থাকায় আশ্বিন মাস মল মাস। সেই কারণে মহালয়া ভাদ্রে হলেও দেবীর বোধন হবে কার্তিকে। এদিকে এবছর মহালয়া পড়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর। তাই পুজোর ৭ দিন আগে ফের একবার মহালয়া চালানোর জন্য আকাশবাণীকে আবেদন করা হয়েছে। বৈদিক পণ্ডিত ও পুরোহিত মহামিলন কেন্দ্রের সম্পাদক পণ্ডিত নিতাই চক্রবর্তী বলেন, 'এ বছর মহালয়া বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ১৭ সেপ্টেম্বর। আর ষষ্ঠী ২২ অক্টোবর। ১৭ অক্টোবর দেবীপক্ষ শুরু। তার আগের দিন মহালয়ার প্রভাতি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুরোধ করা হয়েছে। ২০০১ সালের মত এবারও আশা করি অনুরোধ রাখা হবে।"

বঙ্গীয় পুরোহিত কল্যাণ পরিষদের অবশ্য মত যেদিন আসল মহালয়া তিথি পড়েছে সেদিন মহালায়া শোনানো হোক। পাশাপাশি পুজোর সাতদিন আগে যদি আবার মহালায়া শোনানো যায় তাতেও ক্ষতি নেই।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়ে বিআইএন হাসপাতালে ভর্তি নির্মল মাজি

কলকাতা, ৩সেপ্টেম্বর(হি. স.): মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন রাজ্যের শ্রম প্রতিমন্ত্রী তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান নির্মল মাজি। বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে (বিআইএন) ভর্তি আছেন তিনি। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে আগামী সোমবার তাঁর মাথার অস্ত্রোপচার করা হতে পারে।

ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থতা বোধ করছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তাঁর মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। এদিকে যন্ত্রনা বাড়তে থাকলে তড়িঘড়ি করে তাঁকে ভর্তি করা হয় বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে। সেখানে সিটি স্ক্যান করার পরেই ধরা পড়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের বিষয়টি। আপাতত তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।তবে নির্মল মাঝির অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। তিনি সচেতন অবস্থায় আছেন। কথাও বলছেন।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, মস্তিষ্কে একটি জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ ও সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে তাঁর। চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে বলে সাবডুয়াল হেমাটোমা। এই অবস্থায় দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দু-তিন দিন তাঁকে ওষুধ দিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তারপরেই সবদিক দেখে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই হৃদরোগ, নিউরোলজিস্ট, নিউরো সার্জেন, এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের দিয়ে ৮ সদস্যের এক মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে তাঁর জন্য। সেই দলের সদস্যরা দুপুরেই একদফা বৈঠক করেছেন। তারপরেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অধীর চৌধুরীকেই করা হোক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, চিঠি আবদুল মান্নানের

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি স): সামনে একুশের নির্বাচন। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির চোখ ওদিকেই। কিন্তু এরই মাঝে ফাঁকা পড়ে রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির চেয়ার। কারণ কিছুদিন আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। আর এবার লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীকেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি করার আবেদন জানিয়ে বৃহস্পতিবার সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি আবদুল মান্নানের। আব্দুল মান্নান এর চখে অধীর চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার যোগ্য। তাই এবার চিঠি দিয়ে আবেদন তার। দলীয় সূত্রে খবর, চিঠিতে আব্দুল মান্নান লিখেছেন, " ২০২১—এর শুরুতেই বিধানসভা নির্বাচন। এ অবস্থায় দ্রুত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন। আরও অনেকে ওই পদের(প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি) দাবিদার থাকলেও অধীর রঞ্জন চৌধুরী ওই পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি। তিনি আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। অধীর এখন লোকসভার দলনেতা। সোমেন মিত্রর মৃত্যুর পর খালি রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ।"

প্রসঙ্গত, গত ৩০ জুলাই মারা গিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র। তারপর থেকেই ফাঁকা রয়েছে ওই পদ।

বিশালগড় নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ ও অফিস ভাঙচুরের খতিয়ান দিল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিশালগড় মহকুমা সিপিএম অফিসে প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছে।

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিধায়ক ভানু সাহা, সিপাহী জলা জেলার সিপিআইএম পার্টির মন্ডলী সদস্য পার্থ প্রতিম মজুমদার, মহাকুমা সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান, এবং ফখরুদ্দিন আহমেদ। দুপুর দুইটায় এই প্রেস কনফারেন্স করা হয়।প্রেস কনফারেন্সে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক নজরে বিশালগড় মহকুমা সংঘটিত সন্ত্রাসের বিবরণ, পার্টি গণসংগঠনের অফিস বিভিন্ন অফিসের সন্ত্রাসের নমুনা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, তালিকা প্রকাশ করলেন বিধায়ক ভানু লাল সাহা। তাছাড়া বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক নজরে বিশালগড় মহকুমা সংঘটিত বাড়িঘর ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ সন্ত্রাসের বিবরণ জানিয়েছেন জেলা সদস্য মন্ডলীর অন্যতম সদস্য পার্থ প্রতিম মজুমদার।

বিশালগড় মহাকুমার সিপিআইএম অফিস আক্রান্ত,,(ভাঙচুর, লুট, বেদখল, অগ্নিসংযোগ,) ঘটনা ৯০টি।এর মধ্যে জেলা অফিস (একটি) মহকুমা অফিস (একটি) লোকাল অফিস (এগারটি) ব্রাঞ্চ অফিস (সাতাশটি) গণসংগঠন অফিস (১০টি) বুথ অফিস (চরিলাম) চল্লিশটি। বসতঘর/ দোকান ঘর ভাঙচুর/ লুট/ অগ্নিসংযোগ ও বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে ১৩০ টি। এছাড়া বাড়িঘরে উঁচুতে বেড়া ভাঙ্গা আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা কমপক্ষে দুই শতাধিক।

সাতজন মহাকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য (ভানু লাল সাহা (বিধায়ক) সিদ্দিকুর রহমান, পার্থ প্রতিম মজুমদার, প্রদেশ রায়, বিষ্ণুপদ ভৌমিক, পুলিন বদ্ধন, ও সন্তোষ বিশ্বাস) এবং আটজন পার্টি লোকাল সম্পাদক (প্রদীপ দেবনাথ, প্রদীপ দাস, পলাশ দেববর্মা, ধীরেন্দ্র সরকার, ঝুটন রায়, কৃষ্ণপদ ভূমিকা, তপন দেবনাথ, অসিত সাহা) সহ শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে কমপক্ষে তিন শতাধিক। তাছাড়া বিধায়ক বলেন ৮৮ যে সন্ত্রাস চলেছিল তার থেকে বর্তমানে ভয়ংকর সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন মানুষের মনে এই বিজেপি নামক দুষ্কৃতিকারী দলটি। তারা প্রতিনিয়ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে শান্তি বাতাবরণ ছিল তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।বর্তমান সময়ে নেই কোন রোজগার, ব্যবসায় মন্দা ,মানুষ না খেয়ে থাকার পরিস্থিতি ধারণ করে রয়েছে। সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কে এই দুষ্কৃতিকারী বিরুদ্ধে দলবল নির্বিশেষে একমত হয় মোকাবেলা করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। আজ চারজনের এক প্রতিনিধি দল সিপাহী জলা জেলাশাসকের নিকট উক্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে এক প্রতিলিপি জেলা শাসকের কাছে তুলে দেন এর প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক, সন্তোষ বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম মজুমদার, ফখরুদ্দিন আহমেদ,। উনারা জেলা শাসকের কাছে উক্ত ঘটনা গুলি যেন অতিসত্বর বন্ধ করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য উনারা আবেদন জানান।এবং উনাদের এই আবেদন টুকে সঠিকভাবে দেখবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন সিপাই জেলার জেলাশাসক এমনটিই জানিয়েছেন বিধায়ক ভানু লাল সাহা।

ফের কলকাতা মেডিকেলে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের কাঠ গড়ায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আবারও প্রশ্ন উঠল কলকাতা মেডিকেলের পরিষেবা নিয়ে। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে ফের কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু রোগীর। ক্ষোভে ফুঁসছে রোগীর পরিজনরা।

চিকিৎসকের

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে রেফার করে দেন। জামাল হসেনের অভিযোগ ওনার অসুস্থ শিশু পুত্রকে রেগার করা হলেও হাসপাতালে কোন এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ছিল না। একটা এ্যাম্বুলেন্স হাঁসপাতাল চত্বরে দাঁড়ানো থাকলেও হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান সেই এ্যাম্বুলেন্স অন্য রোগী নিয়ে এসেছে। এতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। পরবর্তী সময় অন্য একটি এ্যাম্বুলেন্স আসলে তারা অসুস্থ শিশু জুবের আলিকে নিয়ে আইজিএম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বিশ্রামগঞ্জের কাছাকাছি আসার পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে জুবের আলি। তখন পরিবারের লোকজন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ছুটে যায়। মৃত শিশু জুবের আলীর বাবার অভিযোগ সঠিক সময় এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলে ওনার সন্তানকে বাঁচানো যেত।

ক্ষুব্ধ শহরবাসী

আটের পাতার পর

চলতি সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন ধরেই হচ্ছে বৃষ্টি। বৃষ্টির জেরে শহরের রাস্তার বেহাল দশা। কোথাও জমে জল আবার কঙ্কালসার অবস্থা রাস্তার। বেহালা থেকে টালিগঞ্জ, আলিপুর বেহাল দশা রাস্তার। কোথাও জল জমে বিটুমিন উঠে রাস্তার খোয়া বেরিয়ে গিয়েছে। আবার কোথাও জমে রয়েছে জল। সেই জল দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। রাস্তার বেহাল দশায় গাড়ির গতি শ্লথ। ফলে যানজটে পড়তে হচ্ছে শহরবাসীকে। রাস্তার কঙ্কালসার দশায় ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা।

বাম কংগ্রেসের

আটের পাতার পর

ভিন রাজ্যে যাত্রা করেছেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যের উভয় সরকারের খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত ঘোষণায় মানুষ খানিকটা আশ্বস্ত বোধে করলেও বাস্তবের সাথে তা একেবারেই মিলছে না'।

এদিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ শানিয়ে তাঁরা জানান, 'কোভিড -১৯ সংক্রমনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার নভেম্বর "২০ পর্যন্ত এবং রাজ্য সরকার জুন "২১ পর্যন্ত মানুষকে খাদ্য দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা এখনও গল্পকথা। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই তার ঘোষণা থেকে সরে এসেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি মত রেশনে খাদ্য মিলছে না। মানুষকে প্রতারণার শিকার হতে হচ্ছে'। একইসঙ্গে সবজির চড়া দাম নিয়েও সুর চড়িয়েছেন এই দুই পরিষদীয় দলনেতা। জানান, ' মাছ , সবজিসহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজেনীয় জিনিসের দাম আগুন। দাম ক্রমশই বাড়ছে। সরকারের ঘোষণা অথবা টাস্কফোর্সের দেখভালের নামে কার্যত প্রহসন হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট তালিকার দিকে তাকালেই বুঝবেন আপনার মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়কালে মূল্যবৃদ্ধির হার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমানহারে এটা বেড়েই চলেছে'।

যে কোন জিনিসের দামই ২০১১ সালের তুলনায় দ্বিগুন, তিনগুন এমনকি চারগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা।

বেড়েই চলেছে

তিনের পাতার পর

দিশা নির্দেশ জারি করেছে।মনে করা হচ্ছে যদি সেই দিশা নির্দেশ মেনে চলা হয় তাহলে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা কমবে।

প্রসঙ্গত দিল্লিতে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৫০২।রাজধানীতে সব মিলিয়ে ৪৪৮১ মৃত্যু হয়েছে।

দুই কর্মী

তিনের পাতার পর

স্বাভাবিকভাবেই অমিতাভকে নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁর ভক্তকূল।

সম্প্রতি করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন বলিউডের শাহেনশাহ। কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে সম্প্রতি কৌন বনেগা ক্রোড়পতির আগামী সিজনের শুটিংও শুরু করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যেই সেটের দুই কর্মী করোনা আক্রান্ত। সেটের বাকি সদস্যদেরও করোনা পরীক্ষা হতে পারে। তবে বিগ বি-র হবে কিনা সেই বিষয়ে এখনও জানা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য দিনকয়েক আগেই অভিনেতা নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন যেখানে দেখা গিয়েছিল শো-এর সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ক্রু মেম্বাররাই পিপিই কিট, মাস্ক পড়ে কাজ করছেন। এরপরেও সেটে করোনা হানা দেওয়ায় চিন্তিত শো-এর সঙ্গে যুক্ত বাকি সদস্যরা।

কদমতলার প্রত্যেকরায় গ্রামে 'ফার্মার্স ফিল্ড ডে' অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর।। আজ উত্তরের কদমতলা কৃষি মহাকুমার উদ্যোগে প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাই জয়পুর এলাকায় 'ফার্মার্স ফিল্ড ডে' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস, কৃষি উপ অধিকর্তা স্বপন কুমার সিনহা, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সরদিন্দু নারায়ন দত্ত, প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রমুখ। করোনা ভাইরাস মহামারীর সম্পূর্ণ সরকারি নির্দেশিকা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাই জয়পুর এলাকার নির্বাচিত ১৩ জন কৃষকদের ৬ হেক্টর কৃষিজমিতে প্রথমবারের মতো হাকু চুক-২ ধানের চাষ করা হয়। মূলত হাকু চুক-২ ধানের চাষ এইবার প্রথমবারের মতো কৃষকদের দিয়ে চাষ করানো হলো। হাকু চুক-২ ধানের চাষ করে ফলন ভালো পেয়ে বেজায় খুশি স্থানীয় কৃষকরা। তবে স্থানীয় কৃষকদের অভিমত, সঠিক সময়ে সার বীজ ও কীটনাশক ঔষধ সরকার তরফ থেকে পাওয়া গেলে কৃষি ফলনে ফসল উৎপাদন দ্বিগুণ পেয়ে অনেকটাই স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এদিকে কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সরদিন্দু নারায়ণ দত্ত বলেন, কদমতলা কৃষি মহাকুমার আওতাধীন ২/৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রথমবারের মতো হাকু চুক-২ ধানের চাষ করা হয়। তারমধ্যে পত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৬ হেক্টর জমিতে হাকু চুক-২ ধানের চাষ করে বেশ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন সানীয় ১৩ জন কৃষক। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক আরো জানান, উৎপাদিত ফসল গুলি পরীক্ষার মাধ্যমে সরকার সঠিক মূল্য দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে কিনে নেবে। তারপর পুনরায় গোটা রাজ্যের কৃষকদের কাছে ওই ধানের বীজ সরকারি মূল্যে বিতরণ করা হবে।

এককথায় গোটা রাজ্যের কৃষকদের হাকু চুক-২ ধান চাষে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ।কিশোর রঞ্জন হোড় চুরাইবাড়ি প্রতিনিধি ৩ সেপ্টেম্বর:--আজ উত্তরের কদমতলা কৃষি মহাকুমার উদ্যোগে প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাই জয়পুর এলাকায় 'ফার্মার্স ফিল্ড ডে' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস, কৃষি উপ অধিকর্তা স্বপন কুমার সিনহা, কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সরদিন্দু নারায়ন দত্ত, প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রমুখ। করোনা ভাইরাস মহামারীর সম্পূর্ণ সরকারি নির্দেশিকা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাই জয়পুর এলাকার নির্বাচিত ১৩ জন কৃষকদের ৬ হেক্টর কৃষিজমিতে প্রথমবারের মতো হাকু চুক-২ ধানের চাষ করা হয়। মূলত হাকু চুক-২ ধানের চাষ এইবার প্রথমবারের মতো কৃষকদের দিয়ে চাষ করানো হলো। হাকু চুক-২ ধানের চাষ করে ফলন ভালো পেয়ে বেজায় খুশি স্থানীয় কৃষকরা। তবে স্থানীয় কৃষকদের অভিমত, সঠিক সময়ে সার বীজ ও কীটনাশক ঔষধ সরকার তরফ থেকে পাওয়া গেলে কৃষি ফলনে ফসল উৎপাদন দ্বিগুণ পেয়ে অনেকটাই স্বাবলম্বী হতে পারবেন। এদিকে কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সরদিন্দু নারায়ণ দত্ত বলেন, কদমতলা কৃষি মহাকুমার আওতাধীন ২/৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রথমবারের মতো হাকু চুক-২ ধানের চাষ করা হয়। তারমধ্যে পত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন ৬ হেক্টর জমিতে হাকু চুক-২ ধানের চাষ করে বেশ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন সানীয় ১৩ জন কৃষক। কৃষি তত্ত্বাবধায়ক আরো জানান, উৎপাদিত ফসল গুলি পরীক্ষার মাধ্যমে সরকার সঠিক মূল্য দিয়ে কৃষকের কাছ থেকে কিনে নেবে। তারপর পুনরায় গোটা রাজ্যের কৃষকদের কাছে ওই ধানের বীজ সরকারি মূল্যে বিতরণ করা হবে।

এককথায় গোটা রাজ্যের কৃষকদের হাকু চুক-২ ধান চাষে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ।

সর্পদংশনে নয় মাসের শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। সর্পদংশনে নয় মাসের শিশুর মৃত্যু। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন চম্পকনগর এলাকায়। বাড়ির নিজ ঘরে বিছানায় ঘুমাচ্ছিল নয় মাসের শিশু। সুব্রত ভৌমিক এর নয় মাসের পুত্র সন্তান রিত্তিক ভৌমিক।

জানা যায় একটি সাপ তাদের ঘরের বিছানায় রিত্তিক কে দংশন করে। সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিককে মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বিলোনিয়া হাসপাতালে আনার কিছুক্ষণ পরই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

হয়। যেটাকে মান্যতা দিয়েই এবার করোনা আবহের মধ্যে ও মন্ত্রীসভা ২১ সেপ্টেম্বর অধিবেশন করার আহবান জানালেন রাজ্যপালকে।

স্ত্রীকে ঘরে

● প্রথম পাতার পর

৩ছেড়ে চলে যাবে ভাবেনি।

৩শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা তাকে কিছুই জানায় নি। স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা। সে যে ঐ ছেলের সাথে পালিয়েছে তাও অন্ধকারে রেখেছে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। রাঙ্গামুড়া এসে সব জানতে পারেন। স্বামীর অভিযোগ স্ত্রী দুই লক্ষ টাকা নগদ সহ স্বর্ন লঙ্কার নিয়ে রাধানগরের এক যুবকের সাথে পালিয়েছে।

জিবিতে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী কাছে আচল পেতে সাহায্য প্রার্থনা করেন।তখন ঐ সুপার রঞ্জিতদা সহ অন্যান্যরা ওই স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে অশালীন ভাষায় কথাবার্তা বলেন বলে অভিযোগ। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা তাদের দাবি উপস্থাপন করতেন না পারেন সেজন্য বাধা দেওয়া হয়। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওইসব অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা। এসব অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিমত করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা কাজ করে চলেছেন।কিন্তু এর বিনিময়ে তারা ন্যূনতম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।এসব ঘটনার প্রতিবাদে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীরা বৃহস্পতিবার জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।অবিলম্বে জিবি হাসপাতালে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত করা সহ অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন। দাবি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সিনেমা হল রোডে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বাপি নাথ। বয়স ৫৫ বছর। তার নিজ ঘর থেকেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে.। স্থানীয় লোকজন রা তার মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। স্থানীয় লোকজন মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এটি একটি রহস্যজনক মৃত্যু বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় জনগণ। পুলিশ এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে কৈলাশহর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এক ব্যক্তি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

আবারও ইংলিশ ফুটবলের চূড়ায় লিভারপুল শেষ মুহূর্তের হতাশাকাব্য, অতঃপর সম্ভাবনা

টানা তিন দশক পর আবারও লিগ শিরোপার স্বাদ পেয়েছে লিভারপুল। গত তিরিশ বছর ধরে হাজারো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আবারও ইংলিশ ফুটবলের রাজা হয়েছে "অল রেড"রা। দীর্ঘ তিরিশ বছরের এই যাত্রাটা কেমন ছিল? সেটিই জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে তিন পর্বের ধারাবাহিকে। এককালে এই শ্লোগান শুনলে রক্ত টগবগিয়ে উঠত কেনি ডালগ্লিশের। পেতেন আরও ভালো খেলার অনুপ্রেরণা। প্রতিপক্ষও বুঝতে পারত, স্কটিশ কিংবদন্তিকে আটকে রাখা সম্ভব হবেনা। খেলায় নিজের ছাপ রাখবেনই, গোল করে বা গোলে সহায়তা করে।এই শ্লোগান ডালগ্লিশকে পরে অনুপ্রাণিত করে কোচ হিসেবেও। পাঁচ বছর লিভারপুলের কোচ ছিলেন, যার মধ্যে তিন বছরেই জিতেছেন লিগ। আর জয়ের এই ধারার পেছনে অন্যতম ভূমিকা তো দর্শকদেরই, যারা ডালগ্লিশ, ডালগ্লিশ করে চিৎকার করছেন।দায়িত্ব ছাড়ার ঠিক দুই দশক পর অ্যানফিল্ডে ডালগ্লিশের কানে যখন এই শ্লোগান এল, অনুপ্রাণিত হওয়ার চেয়ে বিব্রত হলেন বেশি। খেলোয়াড় বা ম্যানেজারের নামে শ্লোগান না দিয়ে সাবেক খেলোয়াড়ের নামে এভাবে উচ্চগ্রামে শ্লোগান দেওয়ার অর্থ, মাঠের খেলায় কী হয় না হয়, তাতে দর্শকদের কিছু আসছে যাচ্ছে না। বর্তমান ম্যানেজার রয় হজসনের কাছেও এ ঘটনাটা বিব্রতকর।লিভারপুল সেদিন নিজের মাঠে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারছিল। ততদিনে ২০১০-১১ মৌসুমের ১৮ ম্যাচে আটবার হেরে ও চারবার ড্র করে লিভারপুল সমর্থকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গিয়েছে। হজসনের হাত থেকে প্রিয় ক্লাবের মুক্তি চান তাঁরা। শোনা যাচ্ছিল, পরবর্তী ম্যানেজার হিসেবে ক্লাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান কেনি ডালগ্লিশ ফিরতে পারেন। তাই এই শ্লোগান।কিন্তু কী এমন হয়েছিল যাতে হজসনের ওপর এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন লিভারপুলের সমর্থকরা? পিছিয়ে যাওয়া যাক ছয় মাস।ফুলহামের মতো ক্লাব থেকে নতুন ম্যানেজার আনা হচ্ছে, অনেক লিভারপুল সমর্থক এমনিতেও খুশি ছিলেন না। হোক সে ফুলহাম কয়েকদিন আগেই ইউরোপা লিগের ফাইনাল খেলেছে, টুর্নামেন্টে হারিয়েছে জুভেন্টাসের মতো দলকে—তাতে কী? লিভারপুলের মতো ক্লাবের ম্যানেজার হবেন আরও নামীদামি কেউ।নতুন ক্লাবের অধিকাংশ সমর্থকের এমন মনোভাবের মাঝেই প্রথম দিনে গুবলেট পাকিয়ে ফেললেন ইংলিশ ম্যানেজার রয় হজসন। জিজ্ঞেস করা হল, ম্যানেজার হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা কে?স্বাভাবিকভাবেই, উত্তরে প্রশ্নকর্তা আশা করছিলেন বিল শ্যাঙ্কলি, পাইসলি, জো ফাগান কিংবা কেনি ডালগ্লিশের মতো কোনো লিভারপুল কিংবদন্তির নাম।হজসন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "আমার প্রিয় কোচ ডেভ সেক্সটন (সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজার) ও ডন রেভি (সাবেক আর্সেনাল ম্যানেজার)।" ব্যস, লিভারপুল সমর্থকদের হজসন-বিদ্বেষের শুরুটা সেখান থেকেই।বড় ক্লাবে এলেই যে রাতারাতি দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয় না, তার উজ্জ্বল উদাহরণ হজসন। লিভারপুলের মতো ক্লাবের সমর্থকদের মন জুগিয়ে চলার কাজটা করতে পারলেন না। অ্যানফিল্ডে দর্শকদের সামনে দলকে খেলানোর অভিজ্ঞতা কেমন, এমন প্রশ্নের জবাবে বলে বসেন, "সান সিরো (এসি ও ইন্টার মিলানের স্টেডিয়াম) ও ওল্ড ট্রাফোর্ড (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড)ও চমৎকার!"যখন এসেছিলেন, ক্লাবের অবস্থা টালমাটাল। দেনায় দেনায় জর্জরিত লিভারপুল, নতুন মালিক খোঁজা হচ্ছে পাগলের মতো। নতুন আসা হজসন দল সাজানোর জন্য তেমন টাকা পয়সা পেলেন না। নিয়ে এলেন মাঝারি মানের অনেক খেলোয়াড়। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার হাভিয়ের মাচেরানো বুঝতে পেরেছিলেন, এই লোকের অধীনে খেলে সময়ক্ষেপণ করার মানে নেই। পাড়ি জমালেন বার্সেলোনায়। দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টিয়ান পার্সলো (যার সঙ্গে ঝগড়া করে বেনিতেজ চাকরি খুইয়েছিলেন) হজসনের আমলেও দলবদল নিয়ে অযাচিত নাক গলানো শুরু করলেন। মাচেরানোর জায়গায় জুভেন্টাসে সুযোগ না পাওয়া মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান পোলসেনকে দলে আনলেন।সাবেক ক্লাব ফুলহাম থেকে এলেন লেফটব্যাক পল কনচেস্কি। তবে আগের ম্যানেজার রাফায়েল বেনিতেজের "পাপ" এর কিছু বোঝা বইতে হলো হজসনকেও। মিলান ইয়োভানোভিচ, ড্যানি উইলসন, জনজো শেলভি নামের বেশ কিছু অখ্যাত খেলোয়াড়কে দলে আনার কাজ শেষ করে ছাঁটাই হয়েছিলেন বেনিতেজ, ফলে সেসব খেলোয়াড়ে হজসন আসার পর লিভারপুলে যোগ দেন। নিজের পছন্দমতো শুধু দুই মিডফিল্ডার চেলসির জো কোল আর পোর্তোর রাউল মিরেলেসকে পেয়েছিলেন হজসন। ২৮ বছর বয়সী চোটজর্জর কোলকে বিশাল বেতন দিয়ে এনেছিল লিভারপুল। এক রাউল মিরেলেস ছাড়া কেউ সফলতার মুখ দেখেননি।বোর্ডরুমের অস্থিতিশীলতা স্পর্শ করেছিল মাঠের পারফরম্যান্সকে। বিভিন্ন সময়ে ফর্মহীনতা ও চোটে ভুগেছেন জেরার্ড-তোরেসরা। খেলোয়াড়েরা কোচের কাছে তেমন প্রেরণা পেতেন না। কোচ আর বোর্ডের ওপর সমর্থকেরা এতটাই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, সে "সুযোগ"টা নিলেন খেলোয়াড়েরা।

তাঁরা ভাবতেন, বাজে খেললেও তো দোষ কোচের ওপরেই পড়বে! ফলে এমনও দেখা গেল, স্টোক সিটির মতো দল, যাদের খেলার ধরণ জঘন্য হিসেবে সুবিদিত, তাদের সঙ্গেও খেলতে নেমে হাঁসফাঁস করছে লিভারপুল, বলের দখল রাখতে পারছে মাত্র ৩৬ শতাংশ। একের পর এক ম্যাচ ড্র আর হারের কারণে এক পর্যায়ে দেখা গেল, অবনমনের শঙ্কা পেয়ে বসেছে ক্লাবটাকে।তাও হয়তো সমর্থকেরা ম্যানেজারের পাশে দাঁড়াতেন, যদি হজসন ক্ষণে ক্ষণে বেফাঁস কথা না বলতেন। বলে বসলেন, "লিভারপুল এমন কোনো বড় ক্লাব না যারা অবনমনের জন্য লড়াই করবে না।" জানা গেল, হজসনের সহধর্মিণী আবার পাঁড় এভারটন ভক্ত।ব্যস। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল সমর্থকদের। ততদিনে নতুন মালিক এসে গেছে ক্লাবে। নতুন মালিক এসে প্রথম ম্যাচে ভিআইপি বক্সে বসে দেখলেন নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী এভারটনের বিপক্ষে ২-০ গোলে দলের পরাজয়। "তুমি মার্সিসাইডের ভুল ক্লাবটা কিনেছো হেনরি," এক এভারটন সমর্থক চিৎকার করে লিভারপুলের নতুন মালিক জন হেনরিকে জানালেন কথাটা।আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল হজসনের।দুই দশক পর দ্বিতীয় দফায় লিভারপুলের কোচ হওয়ার পর ডালগ্লিশের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল রাতারাতি ক্লাবের ভেতর ও বাইরের পরিবেশটা বদলে দেওয়া। খেলোয়াড়দের মধ্যে আবারও উন্নতি করার স্পৃহা দেখা গেল, সমর্থকদের সঙ্গে কোচের সম্পর্ক ভালো হয়ে গেল। ক্লাবের খেলার ধরণও আগের চেয়ে ভালো হলো। তবুও ডালগ্লিশ আমলের সবচেয়ে বড় সাফল্য-ব্যর্থতায় জড়িয়ে আছে লুইস সুয়ারেজের নাম।ক্লাবের পরিবেশ বদলানোর অপেক্ষা করেননি বহুদিনের যোদ্ধা ফার্নান্দো তোরেস। ২০১১ সালের জানুয়ারির একদম শেষ দিনে চেলসির জার্সি হাতে কোচ কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে যখন ছবির জন্য পোজ দিচ্ছেন, চোখেমুখে অবশেষে ট্রফি জেতার স্বপ্ন। ওদিকে তোরেস-বেচা টাকা দিয়ে দলকে মেরামত করার কাজে নেমে পড়লেন ডালগ্লিশ। আয়াক্স থেকে সুয়ারেজের আসার কথা আগেই পাকা ছিল, এবার তোরেস বিক্রির টাকার ৭০ শতাংশ খরচ করলেন নিউক্যাসলের অ্যান্ডি ক্যারলের পেছনে। সে মৌসুমে অবনমনের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে লিগ শেষ করা লিভারপুলের উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে ছিলেন সুয়ারেজ। তোরেসের বিকল্প পেয়ে গেছে লিভারপুল, এমন আশা করা হলেও, সুয়ারেজ তাঁর আসল "খেলা" দেখানো শুরু করলেন পরের মৌসুম থেকে।ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্যাট্রিস এভরাকে বর্ণবাদী গালি দিয়ে আট ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হন সুয়ারেজ। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা না করে সতীর্থের পাশে দাঁড়ান লিভারপুলের খেলোয়াড়েরা, সুয়ারেজের নাম লেখা টি-শার্ট পরে অনুশীলন করেন।

ভিলিয়ার্স জানালেন হঠাৎ কেন অবসর নিয়েছিলেন

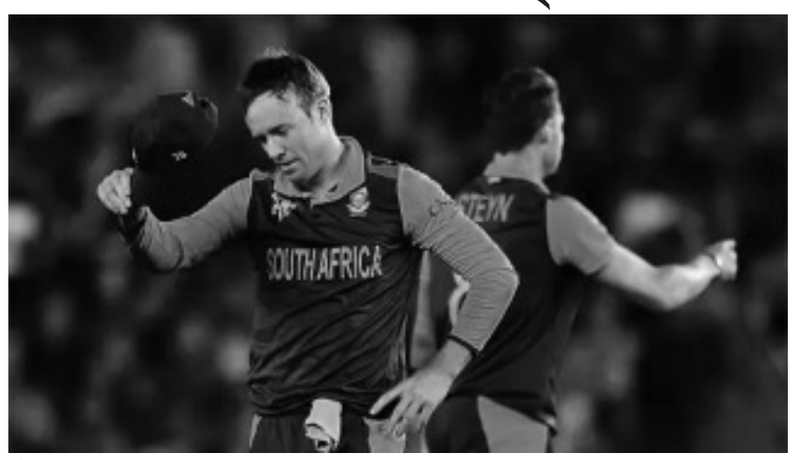

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এ বি ডি ভিলিয়ার্সের অবসরের ঘোষণাটা অবাক করেছিল বেশির ভাগ ক্রিকেটপ্রেমীকেই। দুই বছর আগে হুট করে এক ভিডিও বার্তায় সব সংস্করণের ক্রিকেটকে বিদায় বলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। কিন্তু কেন সেদিন এই হৃদয়ভাঙা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তাকে? কতটা বেদনায় হৃদয়টা ক্ষত হয়েছিল বলে এই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ডি ভিলিয়ার্স? ক্রিকবাজের একটি অনুষ্ঠানে সেই রহস্যটা খোলাসা করেছেন ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলেকে।

ডি ভিলিয়ার্সের এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কাজ করেছিল ২০১৫ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হারের দুঃখটা। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের ওই বিশ্বকাপে অধরা শিরোপার দিকে একটু একটু করে এগিয়েও যাচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের। অকল্যান্ডে সেদিন স্নায়ুক্ষয়ী লড়াইয়ে ৪ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। বৃষ্টিবিঘ্নিত রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ১ বল বাকি থাকতে জিতে যায় নিউজিল্যান্ড। কিন্তু ওই ম্যাচে হারের দুঃখটা কিছুতেই মানতে পারেননি ডি ভিলিয়ার্স। তাঁর কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্য এখনো নাড়া দেয় ক্রিকেটপ্রেমীদের। আরেকটি বিশ্বকাপ যখন দুয়ারে এর ঠিক আগে দেন অবসরের ঘোষণা।

ওই সিদ্ধান্তটা নিতে অনেক কষ্ট হয়েছিল ডি ভিলিয়ার্সের, 'সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বলব না যে প্রভাব ছিল। তবে, ব্যক্তিগত দিক থেকে বললে এটা অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতেই হতো এবং করেছিলামও। কিন্তু আমার মনে হলো, না, আমি এই বিশ্বকাপ খেলতে পারব না। এটা খুব বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল। এই ধরনের ব্যাপারগুলো আমার অনুভূতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য বিষয়েও বড় প্রভাব ফেলে।"২০১৫ বিশ্বকাপে দলটির অধিনায়কত্ব করছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। দলকে চ্যাম্পিয়ন করার আশায় গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপে। কিন্তু সেমি-ফাইনালে হারের পর নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছিলেন না। ওই সেমিফাইনাল নিয়ে বলছিলেন, 'আমরা জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে যেভাবে খেলেছি, তাতে গর্বিত। ইডেন পার্কে সেদিনের সন্ধ্যায় বারবার ম্যাচের গতি বদলাচ্ছিল। টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ম্যাচ হয়েছিল সেদিন। আমরা খুব কাছে ছিলাম। পেছনে ফিরে তাকালে আমাদের পারফরম্যান্স নিয়ে এখনো আমি গর্ববোধ করি।'

তবে ওই ম্যাচ হারের পর প্রচুর সমালোচনা শুনতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১১৪ টেস্ট, ২২৮ ওয়ানডে ও ৭৮ টি-টোয়েন্টি খেলা ডি ভিলিয়ার্সের, 'কিন্তু পরের ১২ মাস আমার জন্য খুবই কঠিন সময় ছিল। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আমার আরও খোলামেলা কথা বলা উচিত ছিল। ওই সময় মনে হয়েছিল, আমি যেন একা। সাহায্য না চেয়ে কিংবা এটা নিয়ে কথা না বলে নিজেকে একা বলাটা নির্বোধের মতো শোনায়।'

এমন অবস্থায় আর কখনোই নিজেকে নিয়ে যেতে চান না ডি ভিলিয়ার্স, 'যদি এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আবার যেতে হয়, সম্ভবত কোচ, প্রশাসকদের সঙ্গে খোলা মনে আলোচনা করব। সঙ্গে নিজের আগামীর পথচলা নিয়ে আলোচনা করব। আমার উচিত ছিল, তাদের সঙ্গে আমার আবেগ ভাগাভাগি করা। যা কিছু আমাকে বিব্রত করছে সেগুলি নিয়ে কথা বলা। কিন্তু আমি করিনি।"গত বছর ইংল্যান্ডে হওয়া সর্বশেষ বিশ্বকাপে ডি ভিলিয়ার্সের অনুপস্থিতি যে কতটা ভুগিয়েছে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০ দলের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে সপ্তম হয়ে দেশে ফেরার বিমান ধরে প্রোটিয়ারা।

'সৌরভের ভারত টেস্টে কোহলির ভারতকে হারিয়ে দিত'

অধিনায়ক হিসেবে ভারতের হয়ে টেস্ট জয়ের সংখ্যা যদি হয় বিবেচ্য, বিরাট কোহলি অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। এরই মধ্যে ৩৩টি টেস্ট জিতেছেন কোহলি ভারতের অধিনায়কদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। দুইয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি, জিতেছেন ২৭ টেস্ট। ২১টি টেস্ট জিতিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলী আছেন তিন নম্বরে।কিন্তু কোহলির সময়ের বর্তমান ভারত দল যদি টেস্টে মুখোমুখি হতো সৌরভের সময়ের ভারত দলের?

দুজনের নেতৃত্বগুণ বিবেচনায় নিয়ে আকাশ চোপড়া বলছেন, জিতে যেত সৌরভের দল।কোহলি দলকে জেতাচ্ছেন বটে, কিন্তু এখনো ভারতের সেরা অধিনায়কদের তালিকায় সবার আগে ধোনি নয়তো সৌরভের নামই আসে। তিনি ভারতের গায়ে সেঁটে থাকা 'ঘরে বাঘ, বিদেশে বিড়াল' তকমা সরিয়ে দিয়েছেন, বিদেশের মাটিতে জিততে শিখিয়েছেন। সে পথ ধরে ধোনি দলকে টেনে নিয়ে গেছেন বহুদূর। সৌরভের বিছিয়ে যাওয়া পথেই কোহলি-ধোনিদের সাফল্য।সেদিকটিই প্রথমে চোখে পড়ছে আকাশ চোপড়ার। বর্তমানে ধারাভাষ্যকার ও ক্রিকেট বিশ্লেষক হিসেবে সুনাম কুড়ানো সাবেক ভারতীয় ব্যাটসম্যানের চোখে, কোহলির অধীনে ভারত শুধু ২০১৮-১৯ অস্ট্রেলিয়া সফরে স্মিথ-ওয়ার্নারহীন সেই দলের বিপক্ষে জয় ছাড়া আর তেমন কিছু দেখাতে পারেনি টেস্টে।

ভারতীয় ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট স্পোর্টস কীড়াতে আকাশ চোপড়ার চোখে সৌরভের সময়ের সময়ের বিশ্লেষণ, 'আমরা তখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজে ড্র করেছি। পাকিস্তানে গিয়ে ওদের হারিয়েছি। ভারতের

মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একটা সিরিজ জিতেছি, অন্যটি ড্র করেছি। সৌরভ গাঙ্গুলীর দল ইংল্যান্ডেও সিরিজ ড্র করেছে। বেশ ভালো একটা দল ছিল সেটা, যে দলটা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে বিদেশের মাটিতে জিততে হয়।'তুলনায় কোহলির অধীন দলটা যদিও এই মুহূর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সবার ওপরে আছে, তবু যেন আকাশ চোপড়ার মন পাচ্ছে না। 'বিরাট কোহলির দল অস্ট্রেলিয়াকে তাদেরই মাটিতে হারিয়েছে, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে যে কীর্তি শুধু এই দলটারই আছে। কিন্তু ওরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ হেরেছে, ইংল্যান্ডে তো বেশ বাজেভাবে হেরেছে।দক্ষিণ আফ্রিকায় জয়ের কাছাকাছি এলেও ২-১ ব্যবধানে হেরেছে' বললেন আকাশ চোপড়া। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সফরে ২-০ ব্যবধানে কোহলিদের নাস্তানাবুদ হওয়াটাও হয়তো প্রভাব ফেলেছে তাঁর বিশ্লেষণে।

তা মুখোমুখি হলে কোহলি আর সৌরভের অধীন দল দুটি কেমন হতো, সেটিও জানিয়েছেন আকাশ চোপড়া। তাঁর অনুমিত একাদশে সৌরভের দলে নিজেকেও রেখেছেন!

সৌরভের একাদশ:
বীরেন্দর শেবাগ, আকাশ চোপড়া, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন টেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষণ, সৌরভ গাঙ্গুলী, পার্থিব প্যাটেল, হরভজন সিং, অনিল কুম্বলে, জহির খান, অজিত আগারকার।

কোহলির একাদশ:
রোহিত শর্মা, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, হনুমা বিহারি, ঋদ্ধিমান সাহা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, ইশান্ত শর্মা, মোহাম্মদ শামি/যশপ্রীত বুমরা।

বিশ্বকাপ বিক্রির অভিযোগের আগুনে পুড়ছেন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা

ভারতের কাছে ২০১১ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে হারটা কিছুতেই মানতে পারেননি শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দানন্দ আলুথগামাগে। '২০১১ বিশ্বকাপ আমরা বিক্রি করে দিয়েছিলাম।' কদিন আগে এমন অভিযোগই করেছিলেন এই ক্রীড়া মন্ত্রী। ম্যাচ পাতানোর সন্দেহ থেকে এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কান পুলিশ তদন্তে নেমে পড়েছে। একে একে ওই সময়ের নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা, অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারাকে পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হয়েছে। এবার পুলিশের জেরার মুখে পড়েছেন শ্রীলঙ্কান ওপেনার উপুল থারাঙ্গা। ডি সিলভাকে নাকি ৬ ঘণ্টা ধরে জেরা করেছে পুলিশ! শ্রীলঙ্কা পুলিশের বিশেষ তদন্ত ইউনিট (এসআইইউ) আজ তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। প্রায় দুই ঘণ্টার জেরা শেষে গণমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি থারাঙ্গা। শুধু বলেছেন, 'ওরা আমাকে চলমান তদন্তের সূত্র ধরেই কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। আমি আমার বিবৃতি দিয়েছি।' এসআইইউ'য়ের প্রধান জগথ ফনেসকা জানিয়েছেন, থারাঙ্গার জেরার পর আর কাকে ডেকে নেওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেদিনের ফাইনালে ২০ বলে মাত্র ২ রান করেছিলেন থারাঙ্গা। ম্যাচে প্রথম ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৭৪ রান করে শ্রীলঙ্কা। ২৭৫ রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় তুলে নেয় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গৌতম গম্ভীর করেছিলেন ভারতের ইনিংসের সর্বোচ্চ ৯৭ রান। অধিনায়ক ধোনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯১ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

ওই ফাইনালের ফল নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই তোলপাড় শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট। শ্রীলঙ্কার তৎকালীন নির্বাচকদের চেয়ারম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা তো বলেই দিয়েছেন, ক্রিকেটের স্বার্থে এবং শচীন টেন্ডুলকারের একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ের অর্জনকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এই বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক। সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী আলুথগামাগে গত মাসে এক টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় এখন এই বিষয়ে আমি কথা বলতে পারি। আমি খেলোয়াড়দের জড়াচ্ছি না কিন্তু কেউ কেউ হয়তো জড়িত ছিল।'

স্ত্রীকে আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন সাকলায়েন

বিপদে পড়লে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে অনেক সময়ই খাটের নিচে বা আলমারির ভেতর ঢুকে লুকাতে দেখেছেন নিশ্চয়ই। বাস্তবে না হলেও সিনেমা নাটকে তো দেখেছেনই। কিন্তু পাকিস্তানের সাবেক অফ স্পিনার ও বাংলাদেশ দলের সাবেক স্পিন কোচ সাকলায়েন মুশতাকের জীবনে এমন ঘটনা বাস্তবেই ঘটেছে। আরও অবাক করা ব্যাপার, প্রেমিকা নয়, সাকলায়েনকে আলমারির ভেতর লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল তাঁর বিয়ে করা স্ত্রীকেই!ঘটনাটা ১৯৯৯ বিশ্বকাপের সময়ের। বিশ্বকাপে সেবার পাকিস্তান ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়েরা পরিবারের সদস্যদের ইংল্যান্ড নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু টুর্নামেন্টের মাঝপথে হঠাৎ করেই টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নেয়, পরিবারের সদস্যদের দেশে ফেরত যেতে হবে। হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল সাকলায়েনসহ অন্যান্যরা খেলোয়াড়দের মধ্যে। অন্যরা বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দেশে ফেরত পাঠালেও সাকলায়েন নির্দেশটি না মানার সিদ্ধান্ত নেন।সাকলায়েন বলছিলেন, "আমি সিদ্ধান্তটা মানতে পারিনি। প্রধান কোচ রিচার্ড পাইবাসকে গিয়ে বলি, সবকিছুই তো ঠিকমতো চলছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত কেন? আমি নির্দেশটি না মানারই সিদ্ধান্ত নিলাম।"এর পর থেকে স্ত্রীকে হোটেল রুমে লুকিয়ে রেখেই চলছিল তাঁর দিনকাল। কিন্তু একদিন সত্যিই সত্যিই বেশ বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন সাকলায়েন। টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করল, খেলোয়াড়েরা নির্দেশ মেনেছে কিনা, সেটি পরীক্ষা করে দেখা দরকার। দলের কোচ আর ম্যানেজার হোটেলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের কক্ষ পরিদর্শন করা শুরু করলেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে সাকলায়েন কী উপায় বের করেছিলেন, সেটি তাঁর মুখেই শুনুন, "কোচ, ম্যানেজার হঠাৎ করেই প্রত্যেকের হোটেল কক্ষ পরিদর্শন করা শুরু করলেন।

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by the WLW, Gumti vide No.F.8-5/Part-II/GNC/WLW-OR/WLWS/For-2019-20/996-98 dated 03-08-2020, that while patrolling duty by Sri Niranjan Debnath, FR, RO, Gandacherra alongwith his staffs has seized a vehicle beanng registration no. TR-04B-1793 (Dl Pickup) from Durgapur area on 28-07-2020 at about 2:20 PM vide his OR No.07/WLPU/GNC/2020-21 dated, 29-07-2020 for illegally carried Kanak sawn timber over 0.383 cum without permission of authority & without GP/TP.

AND WHEREAS, Sri Niranjan Debnath, FR checked the vehicle and found no valid documents etc. for carrying 10.383 cum kanak sawn timber. Then said vehicle bearing registration no. TR-04B-1793 was seized by Sri Niranjan Debnath, FR under section u/s 41, 42, of Indian Forest Act, 1927 and sub-section 2 of section 52(A) read with Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at Range office complex, Gandacherra.

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated, 12/02/2015 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle registration no. TR-04B-1793 for the commission of offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90/ Vol-I1/22,795, dt.07.05.1990 of Government of Tripura.

NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle registration no. TR-04B-1793 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (District Forest Officer, Dhalai, Ambassa) within 25 (twenty five) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original regarding ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte. Issued under my Seal and signature of this day on 31/8/2020.
ICA/D-454/2020-21

[Chaman Lal, IFS]
[Authorized Officer] District Forest Officer, Dhalai, District Ambassa.

চা পাতা বন্টন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে গণবন্টন ব্যবস্থার ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এরই অঙ্গ হিসেবে খোয়াই জেলাতেও গণবন্টন ব্যবস্থার চা পাতা বন্টন প্রক্রিয়া শুরু হলো। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের উদ্যোগে দুপুর ১২টা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে চা পাতা বন্টন ব্যবস্থার শুভ সূচনা করেন কল্যাণপুর প্রমোদনগর কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, বিশিষ্ট সমাজ সেবী রঞ্জিত সূত্রধর সহ অন্যান্যরা।

চিত্র সাংবাদিকের পিতৃ বিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। হেডলাইন্স ত্রিপুরা নিউজ চ্যানেলের চিত্র সাংবাদিক অনিমেষ শর্মার পিতা অনিল কুমার শর্মা এর অকাল প্রয়াণে শোকাহত ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সকল সদস্যরা। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ থাকার পর তিনি বুধবার ভোর রাতে ধলেশ্বরস্থিত নিজ বাসভবনে শে, নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, মৃত্যুকালে ৮৭ বছর বয়স্ক স্বর্গীয় অনিল কুমার শর্মা উনার দুই পুত্র ও দুই কন্যা সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। সংগঠনে পক্ষ থেকে বিবৃতিতে তা জানানো হয়েছে।

করোনা কেড়ে নিল প্রাণ, প্রয়াত জেডি (এস) নেতা আপ্পাজি গৌড়া

বেঙ্গালুরু, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে আরও একজন রাজনেতার প্রাণ কেড়ে নিল কোভিড-১৯ ভাইরাস। কর্ণাটকে প্রাণ হারালেন জেডি (এস) নেতা এবং প্রাক্তন বিধায়ক আপ্পাজি গৌড়া। বুধবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জনতা দল (সেক্যুলার)-এর এই নেতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। কর্ণাটকের শিবমোগ্গা জেলার ভদ্রাবতী থেকে বিধায়ক ছিলেন আপ্পাজি গৌড়া।
সম্প্রতি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হন আপ্পাজি গৌড়া। বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার রাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন আপ্পাজি গৌড়া।

সন্ত্রাসী হামলায় রক্তাক্ত আফগানিস্তান, ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে মৃত্যু ৩ জনের

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ৩ জন সাধারণ নাগরিক। মৃত ৩ জনের মধ্যে ৫৫ বছর বয়সী বাবা এবং ১৯ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। তালিবান-সহ কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সমর্থকরা আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে সর্বোচ্চ কোভিড-আক্রান্ত ৩৫৫৫, সংখ্যা বেড়ে ১১৫২৭৯

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে কোভিড১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন সর্বোচ্চ ৩,৫৫৫ জন। এঁদের নিয়ে, রাজ্যে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৫,২৭৯। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত ১,৮৩৪ জন রোগীকে সুস্থ বলে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। এদিকে গতকাল একদিনে ৪৭,৭৪৪ জনের কোভিড টেস্ট হয়েছে। এঁদের মধ্যে থেকেই তিন হাজার পাঁচশো পঞ্চান্নজনকে পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ৭.৪৪ শতাংশ। গতকাল মৃত্যু হয়েছে আরও আটজনের। তাঁদের নিয়ে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে নিহতের সংখ্যা ৩২৩-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন মোট ৮৮,৭২৬ জন। এছাড়া এখনও সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২৬,২৭৭।
গতকাল পজিটিভদের মধ্যে কামরূপ মহানগরের সর্বোচ্চ ৯২৪ জন। এর পরেই নগাঁওয়ে ২৩৬, ডিব্রুগড়ে ২১৩ এবং বাকসা জেলার ২০০ জন রয়েছেন।অন্যদিকে যে আজজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁরা ডিব্রুগড়ের শকুন্তলা সেন (৬৩), কাজল দত্ত (৬৬), ওয়াহিদা রহমান (৬০), করিমগঞ্জের মাধবী ভট্টাচার্য (৭৫), জমির উদ্দিন (৬০), কামরূপ মহানগরের প্রভাতচন্দ্র বরা (৮২), বুলু দেবী (৬৯) এবং দরঙের প্রফুল্ল শহরিয়া (৭২)। প্রয়াতদের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করার পাশাপাশি তাঁদের চিরশান্তি কামনা করে শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

চাকদহে চিকিৎসককে কুপিয়ে খুন, সন্দেহের তির স্ত্রীর দিকে

নদিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নদিয়া জেলার চাকদহে কুপিয়ে খুন করা হল একজন চিকিৎসককে। বুধবার রাতে চাকদহের বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের সামনেই ওই চিকিৎসককে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের অদূরেই ওই চিকিৎসকের শ্বশুরবাড়ি। মৃতের নাম সুজয় হালদার (৩০)। তাঁর বাড়ি চাকদহের নেউলিয়া গ্রামে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাতে শ্বশুরবাড়ির সামনেই কোপানো হয় পেশায় চিকিৎসক সুজয় হালদারকে।রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিজনদের অভিযোগ, খুনের ঘটনায় জড়িত রয়েছেন ওই চিকিৎসকের স্ত্রী। অবৈধ সম্পর্কে বাধা দেওয়ার জন্য এই খুন বলে দাবি করেছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মোদীজির ''ক্যাশ-মুক্ত'' ভারত আসলে শ্রমিক, কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ী মুক্ত ভারত : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। ''ক্যাশ-মুক্ত'' ভারত-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই স্বপ্নকে তীব্র কটাক্ষ করে রাহুলের আক্রমণ, 'মৌদীজির ''ক্যাশ-মুক্ত'' ভারত আসলে শ্রমিক-কৃষক-ছোট ব্যবসায়ী'' মুক্ত ভারত'।
নোট বন্দী থেকে জিডিপি নিম্নমুখী, প্রভৃতি বিষয়ে বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও নিজের টুইটার হ্যান্ডেল আপলোড করে রাহুল এদিন টুইটারে লেখেন, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরের সিদ্ধান্তের ভয়ানক পরিণতি ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট সামনে এসেছে। রাহুলের মতে, জিডিপি হ্রাস ছাড়াও নোট বন্দী দেশের অসংগঠিত অর্থব্যবস্থার কোমর ভেঙে দিয়েছে।

বৃষ্টির জল থেকে খানাখন্দ রাস্তার বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ শহরবাসী

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জল যন্ত্রণা থেকে বেহাল রাস্তা, চরম সমস্যায় শহরবাসী। আকাশ শুকনো কিন্তু পায়ের তলায় লাগছে জল। আবার কোথাও রাস্তায় জল নেই কিন্তু খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বেহাল দশা। ফলে যানজটের সমস্যায় যাত্রীরা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮৫৬, সুস্থ হয়েছেন এক লক্ষের বেশি মানুষ

হায়দরাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৮১৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,৬১১ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১, ৩৩,৪০৬ এবং ৮৫৬।
বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৮১৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০০,০১৩ জন। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩২,৫৩৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৯,৭১১টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে, আরও ২,৫৩৭টি আসার অপেক্ষা।

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি কমাতে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, অভিযোগ বাম কংগ্রেসের

কলকাতা, ৩সেপ্টেম্বর(হি. স.): নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগাম ছাড়া মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধেন বাম কং পরিষদীয় দল। বৃহস্পতিবার বিধানসভার প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান বাম পরিষদীয় ও কংগ্রেস পরিশোধিয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী ও আব্দুল মান্নান। এ বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ও লিখেছেন বলেও জানান।
এদিন বাম কংগ্রেস পরিষদীয় দলের তরফে অভিযোগ করে বলা হয়, 'গত কয়েক মাস ধরে মানুষের জীবনধারণের মানের ক্রমাবনতি সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে- নিশ্চয়ই আপনি জানেন। পেট্রোল , ডিজেল , রান্নার গ্যাস , ওষুধপত্র সহ নানাবিধ জরুরি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি মানুষের ওপর ভয়ানক চাপ তৈরি করেছে। এর সাথে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবহনের খরচ , বিদ্যুতের দাম , চিকিৎসা খরচ , শিক্ষার ব্যয়ভার ইত্যাদির খরচ সব ধরনের সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে কাজ নেই। পকেটের পয়সা নেই। রেশনে খাদ্য দ্রব্যের যথাযথ জোগান ও বণ্টণ নেই। ভিনরাজ্যে কর্মরত অসংখ্য শ্রমিক কোভিড -১৯ ভাইরাসের সংক্রমণের ভয়ে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার কারণে ফিরে এসেছেন। এখানেও তারা জীবিকার সন্ধানে করে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই আবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

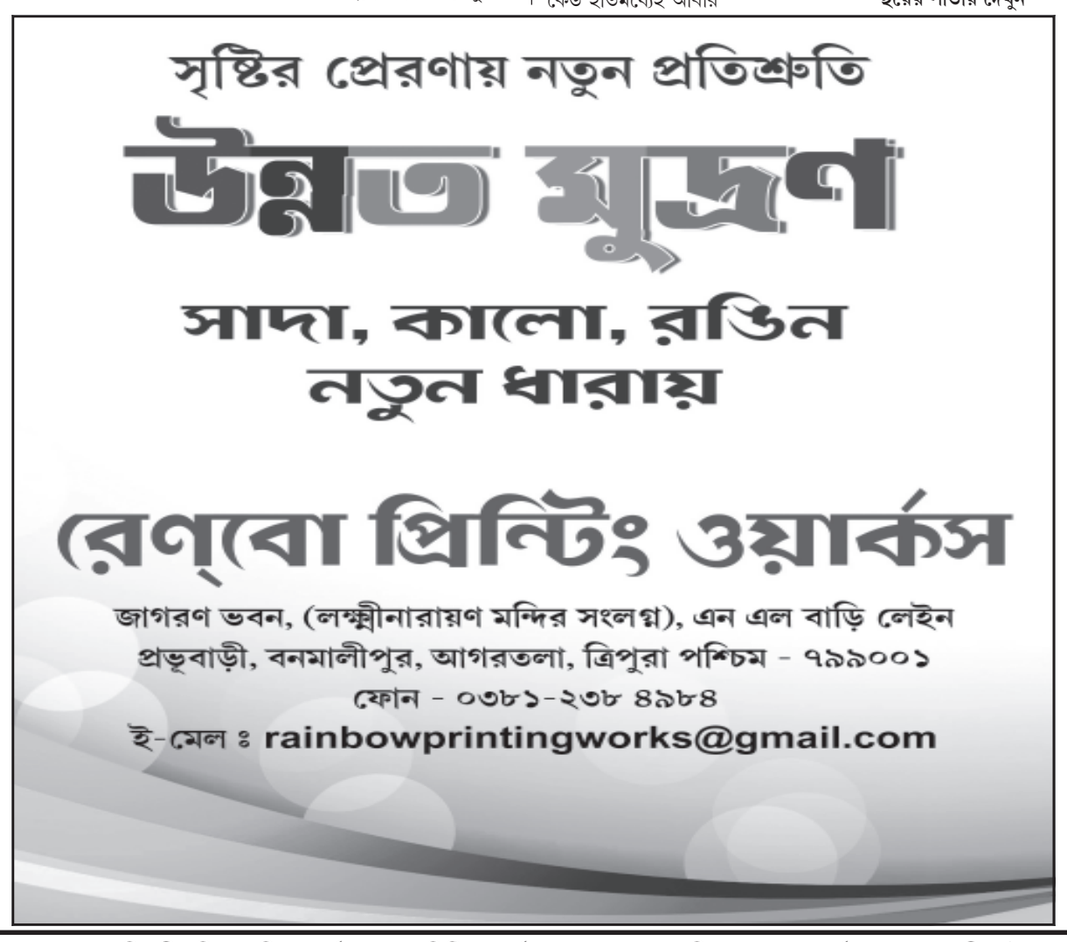

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,০৮৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৮৫,৩৭৯

জয়পুর, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭০৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭০৫ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৫,৩৭৯। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭০৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৯৬ জন।
আক্রান্ত ৭০৫ জনের মধ্যে আজমের-এ ৩৭ জন, আলওয়ারে ৫৬ জন, বন্সওয়ারে ৪ জন, বরণে ২৩ জন, বারমের-এ ২২ জন, ভরতপুরে ৬ জন, ভিলওয়ারে ১৭ জন, বিকানের-এ ৩৮ জন, বুন্দিতে ২৩ জন, চিত্তরগড়ে ৩৪ জন, চুরুতে ৭ জন, দুঙ্গারপুরে ৪০ জন, গঙ্গানগরে ৬ জন, জয়পুরে ১১২ জন, জয়সলমের-এ একজন, ঝালাওয়ারে ৪৪ জন, যোধপুরে ৮৯ জন, কোটায় ৩৫ জন, পালিতে ৩৪ জন, সিকারে ২৪ জন, টোঙ্কতে ২৬ এবং উদয়পুরে ২৭ জন প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।
ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫,৩৭৯-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭০,৮৭০ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৩,৪২১ এবং নতুন করে ৭ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১, ০৮৮ জনের।

২৪ ঘন্টায় ১১.৭২ লক্ষ, ভারতে ৪.৫৫ কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভারতে! বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১,৭২,১৭৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪.৫৫ কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৪,৫৫,০৯,৩৮০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার দৈনিক টেস্ট সংখ্যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক।
বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১,৭২, ১৭৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। যা সাম্প্রতিক করোনা-টেস্টের নিরিখে অনেকটাই বেশি। সবমিলিয়ে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৪,৫৫, ০৯,৩৮০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৫২২, করোনা-আক্রান্ত ১,১৩,৪১১

ভুবনেশ্বর, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৩১ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৩,৪১১ রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫২২।
বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩,৬৩১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৩, ৪১১। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৮,৭৬৩ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৮৪,০৭৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫২২-তে পৌঁছেছে।

নেপালের বাগলুংয়ে ভূমিধসে মৃত ৮, নিখোঁজ কমপক্ষে ১৩ জন

কাঠমাণ্ডু, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নেপালের বাগলুং জেলায় ভূমিধসের কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন ৮ জন। বাগলুং জেলার ধোরপাটান মিউনিসিপ্যালিটির ঘটনা। প্রবল বর্ষণের জেরে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের জেরে নিখোঁজ ছিলেন ২৫ জন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ৮ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, উদ্ধার করা হয়েছে ৪ জনকে, এখনও নিখোঁজ ১৩ জন।
গণ্ডকী প্রদেশের পুলিশ অফিসের ডিএসপি রাজেন্দ্র বাবু রেজমি জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণের জেরে ধোরপাটান মিউনিসিপ্যালিটির সুকুডাংয়ে তলিয়ে যায় ১৩টি বাড়ি এবং একটি স্বাস্থ্য শিবির। ভূমিধসের নীচে চাপা পড়ে যায় ১৫টি বাড়ি। আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ৮ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ১৩ জন। ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ায় গৃহহীন হয়ে পড়েছেন অসংখ্য মানুষ।

দিলীপ কুমারের ভাই এহসান খানও প্রয়াত, সংক্রমিত ছিলেন করোনায়

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমারের পরিবারে ফের দুঃসংবাদ! আসলাম খানের পর দিলীপ কুমারের আরও এক ভাই এহসান খানকেও কেড়ে নিল কোভিড-১৯ ভাইরাস। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে দিলীপ কুমারের ভাই এহসান খানের।
লীলাবতী হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা দিলীপ কুমারের ভাই এহসান খান। তিনি হার্টের রোগীও ছিলেন, ভুগতেন হাইপারটেনশনে। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, এর আগে আগস্ট মাসেই প্রয়াত হয়েছেন দিলীপ কুমারের আরও এক ভাই আসলাম খান। এবার কোভিড-১৯ ভাইরাস কেড়ে নিল এহসান খানকে। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর গত ১৬ আগস্ট থেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৯০ বছর বয়সী এহসান খান এবং ৮৮ বছর বয়সী আসলাম খান। উভয়ের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। আসলামের পর এবার এহসান খানও প্রয়াত হলেন।

ফের হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য! প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য আরও বাড়ল! এবার হ্যাক হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের টুইটার অ্যাকাউন্ট। বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্রধানমন্ত্রীর টুইটার হ্যান্ডলটি হ্যাক করার পর, সেখান থেকে বেশ কয়েকটি টুইট করা হয়। সেই সব টুইটে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা দান করার আবেদন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনাটি স্বীকার করেছেন টুইটার মুখপাত্র। তিনি জানিয়েছেন, অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। সামগ্রিক বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত ওবেসাইটের সঙ্গে যুক্ত ওই টুইটার হ্যান্ডলটির নাম 'নরেন্দ্রমোদীওইন'। ২০১১-তে খোলা ওই টুইটার হ্যান্ডলে রয়েছে ২৫ লক্ষাধিক ফলোয়ার। বৃহস্পতিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ হ্যাক করার পর সেখান থেকে বেশ কয়েকটি টুইট করে হ্যাকাররা। মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। পরে 'নরেন্দ্রমোদীওইন' টুইটার হ্যান্ডলটি হ্যাকারদের থেকে পুনরুদ্ধার করে ওই টুইটগুলি সরিয়েও দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টুইটার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। অ্যাকাউন্টটি সুরক্ষিত রাখার যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে এর প্রভাব অন্য কোনও অ্যাকাউন্টে পড়েছে কি না আমরা নিশ্চিত নই।

নতুন করে আক্রান্ত ৪২৪ জন, মহারাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ১৬৩ জন পুলিশ কর্মীর

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রমিত আরও ৫ জন পুলিশ কর্মী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৬৩ জন পুলিশ কর্মীর। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে মোট ১৬,০১৫ জন পুলিশ কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩,০১৪ জন পুলিশ কর্মী সুস্থ হয়েছেন এবং সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৮৩৮ জন।
মহারাষ্ট্র পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১৬৩ জন পুলিশ কর্মীর প্রাণ কেড়েছে কোভিড-১৯। স্বস্তির বিষয় হল-মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩,০১৪ জন পুলিশ কর্মী এবং সক্রিয় রোগী ২,৮৩৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৪ জন পুলিশ কর্মী এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জন পুলিশ কর্মীর। মৃত ১৬৩ জনের মধ্যে ১৫ জন অফিসার এবং ১৪৮ জন অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার : সুরজেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সংসদের বাদল অধিবেশনে এবার কোপ পড়েছে প্রশ্নোত্তর পর্বে। আবার এক ঘণ্টার জিরো আওয়ার-এর সময় ছেঁটে আধ ঘণ্টা করা হয়েছে। এবার প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। সুরজেওয়ালার মতে, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।
বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেছেন, সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব বিলুপ্ত করে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় ভূখণ্ডে চিনের নির্লজ্জ আগ্রাসন, ভারতীয় অর্থনীতির মারাত্মক ভুল, জিডিপি নিম্নমুখী এবং ১২ কোটিরও বেশি কাজ চলে যাওয়া-এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে সরকার।
প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হতে চলেছে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন। কিন্তু, এই অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল করা হয়েছে এবং এক ঘণ্টার জিরো আওয়ার-এর সময় ছেঁটে আধ ঘণ্টা করা হয়েছে। সাংসদ এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখে অধিবেশন চালানোর জন্য যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর তাতেই রুষ্ট বিরোধীরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।